কানযুল ইরফান

ফী

তারজামাতিল কুরআন



মাআ হাশিয়াতি ইফহামিল কুরআন

লেখক: শায়খুল হাদীস ওয়াত তাফসীর আবু সালেহ
মুফতী মুহাম্মদ কাসিম কাদেরী আত্তারী (مدّ ظلّه العالی)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۬ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَیْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِیْمٌ ﴿۹۲﴾

৯২. তোমরা কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না নিজেদের প্রিয় বস্তু আল্লাহর পথে ব্যয় করবে।[১] আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করো আল্লাহ তা জানেন।

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِیْلُ عَلٰی نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَاۤ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ﴿۹۳﴾

৯৩. সমস্ত খাদ্যই বনী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিলো তবে ওই সব খাদ্য ব্যতীত যা তাওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে ইয়াকুব নিজের জন্য হারাম করেছিলো। তুমি বলে দাও, তাওরাত নিয়ে এসো এবং তা পাঠ করো যদি তোমরা সত্যবাদী হও।[২]

فَمَنِ افْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۹۴﴾

৯৪. অতঃপর এরপরও যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে সমস্ত লোকেরাই জালেম।[৩]

قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ ۟ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِیْمَ حَنِیْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ﴿۹۵﴾

৯৫. হে মাহবুব, তুমি বলে দাও, আল্লাহ সত্য বলেছেন। সুতরাং তোমরা ইবরাহীমের ধর্মের অনুগত হও, যে সর্বপ্রকার বাতিল থেকে মুক্ত ছিলো। আর সে মুশরিকদের

টীকা:

১ এই আয়াতে কল্যাণ দ্বারা তাকওয়া ও আনুগত্যকে বোঝানো হয়েছে, তবে ব্যয় করার ক্ষেত্রে ওয়াজিব ও সকল প্রকার নফল দানই এর শামিল।

২ এতে বোঝা গেলো হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র জ্ঞান আল্লাহ পাকের বিশেষ দান কেননা তিনি তাওরাত ও ইঞ্জীল সম্পর্কে অবগত।

৩ এই আয়াত দ্বারা এটাও বোঝা গেলো যে, জানা থাকার পরেও গুনাহ করা অধিক জঘন্য এবং হালালকে নিজের জন্য বিনা দলিলে হারাম বলা মূলত আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করা।

অন্তর্ভুক্ত ছিলো না।[১]	
৯৬. নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের ইবাদতের জন্য নির্মাণ করা হয়েছিলো তা বরকতময় মক্কায় অবস্থিত এবং তা সমগ্র জগৎবাসীর জন্য হেদায়েত স্বরূপ।	اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٦﴾
৯৭. এতে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে। ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থান[২] আর যে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করেছে, সে নিরাপত্তা লাভ করেছে। আর আল্লাহর জন্য এ ঘরের হজ করা মানুষের উপর ফরয, যারা ওই ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রাখে। আর যে ব্যক্তি অস্বীকার করে তবে আল্লাহ সমগ্র জগৎ হতে অমুখাপেক্ষী।	فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٧﴾
৯৮. তুমি বলো, হে আহলে কিতাব, কেন তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করো অথচ আল্লাহ তোমাদের কার্যাদির ব্যাপারে সাক্ষী।[৩]	قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٨﴾

টীকা:

১ এই আয়াতে 'দ্বীনে ইবরাহীম' অনুসরণ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হলো দ্বীনে মুহাম্মাদীর অনুসরণ করো কেননা এর অনুসরণ করা হলো মিল্লাতে ইবরাহীমীকে অনুসরণ করা। দ্বীনে মুহাম্মাদী মিল্লাতে ইবরাহীমীকে নিজের মধ্যে ধারণ করেছে।

২ মকামে ইবরাহীম এমন পাথর যার উপর হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام কাবাঘর নির্মাণের সময় দাঁড়িয়েছিলেন। এতে বোঝা গেলো নবীর কদম স্পর্শ করার কারণে আল্লাহ পাক পাথরকে বরকতময় "شعائرالله" "آيةالله" অর্থাৎ আল্লাহর নিদর্শন বানিয়েছেন।

৩ এখানে আল্লাহর আয়াত বলতে তাওরাতের ওই সব আয়াতকে বোঝানো হয়েছে যে আয়াতগুলোতে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে আর ওই সব আকলী দলিল (যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ)কে বোঝানো হয়েছে যা হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র সত্যাবাদী হওয়া প্রমাণিত করে।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٩﴾

৯৯. তুমি বলো, হে আহলে কিতাব, কেন তোমরা আল্লাহর পথ হতে ঈমানদারদের বাধা দাও? তোমরা এতেও বক্রতা কামনা করো, অথচ তোমরা নিজেই এ বিষয়ে সাক্ষী। আর আল্লাহ তোমাদের কার্যাদির ব্যাপারে বেখবর নন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٠٠﴾

১০০. হে ঈমানদারগণ, তোমরা যদি আহলে কিতাবের কোনো দলকে অনুসরণ করো তবে তারা তোমাদেরকে ঈমানের পর কুফরীর অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।[১]

وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ؕ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٠١﴾ ع ١٠

১০১. আর (হে ঈমানদারগণ, এখন[২]) তোমরা কেন কুফরী করবে অথচ তোমাদের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় আর তোমাদের মধ্যে তার রাসূল উপস্থিত আছেন। আর যে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছে, তাকে নিঃসন্দেহে সরল পথ প্রদর্শন করা হয়েছে।

ع ١٠

টীকা:

১ মিরশাস বিন কায়েস নামক এক ইহুদি- আনসারদের দুটি গোত্র আউস ও খাযরাজের পারস্পরিক ভালোবাসা দেখে তাদের মাঝে বিবাদ সৃষ্টির চেষ্টা করে আর নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ওই গোত্রদ্বয়ের মধ্যে মীমাংসা করেন। তখন এই আয়াত নাযিল হয়। এতে বোঝা গেলো ফিতনা-ফাসাদ করা, মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা ইহুদিদের কাজ। পরস্পর ভালোবাসা সৃষ্টি করা, মীমাংসা করে দেওয়া হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র সুন্নাত।

২ এখানে প্রথমত সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, হে সাহাবীগণ, তোমরা কীভাবে কাফেরদের মতো পরস্পর লড়াই করবে অথচ তোমরা হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র সংস্পর্শে থাকো আর তার পবিত্র জবান হতে কুরআন মাজীদ শ্রবণ করো। এই আয়াতে সাধারণ মুসলমানদেরও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, আমাদের মাঝে কুরআন বিদ্যমান আছে আর আমাদের মাঝে হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র শিক্ষাও বিদ্যমান রয়েছে, কাজেই নিজেদের মধ্যে কুপ্রবৃত্তিমূলক লড়াই কীভাবে সম্ভব?

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

১০২. হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো যেভাবে তাকে ভয় করা প্রয়োজন এবং অবশ্যই তোমরা মুসলমান হয়েই মৃত্যুবরণ করো।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۠ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۭ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৩. আর তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।[১] এবং তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ করো যখন তোমরা একে অপরের শত্রু ছিলে অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে সম্প্রীতি সৃষ্টি করলেন, তার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হলে। আর তোমরা তো আগুনের গর্তের কিনারায় অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদের রক্ষা করলেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হও।

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ

১০৪. আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিৎ যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে, আর এসব লোকেরাই সফলকাম।

টীকা:

১ কতিপয় লোক এই আয়াতগুলো দিয়ে আহলে সুন্নাতসহ সবাইকে ভুল প্রমাণ করতে চায় যা একেবারেই ভুল। কেননা এখানে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, যে কর্মপদ্ধতি মুসলমানরা অনুসরণ করছে, যা সাহাবীদের رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ থেকে চালু হয়েছে আর যা সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত তা থেকে দূরে যেও না। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত রাসূলের সুন্নাত আর সাহাবীদের জামাতকে অনুসরণ করে আসছে। কাজেই, এক্ষেত্রে তাদেরকেই বোঝাতে হবে যারা এই কর্মপদ্ধতি থেকে দূরে সরে গেছে। আর যারা আগে থেকেই সঠিক পথে আছে, তাদেরকে কীভাবে বলা যাবে যে- তোমরা নিজেদের কর্মপদ্ধতি ছেড়ে দাও?

الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾	
وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ﴿١٠٥﴾	১০৫. আর ওই সব লোকদের মতো হয়ো না যারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পরও তারা পরস্পর মতপার্থক্য করেছে। আর তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।[১]
يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ۫ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿١٠٦﴾	১০৬. যেদিন কিছু মুখ উজ্জ্বল হবে আর কিছু মুখ মলিন হবে। কাজেই যাদের মুখ মলিন হবে (তাদের বলা হবে যে,) তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফের হয়েছিলে? সুতরাং, নিজের কুফরীর বদলায় এখন আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো।
وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٧﴾	১০৭. আর ওই সব লোক যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, তারা থাকবে আল্লাহর রহমতের মাঝে। তাতে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।
تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٨﴾	১০৮. আর এগুলো হচ্ছে আল্লাহর আয়াত, যা আমি তোমাদের সামনে সত্য সহকারে পাঠ করছি। আর আল্লাহ জগৎবাসীর উপর জুলুম কামনা করেন না।

টীকা:

১ এই আয়াতে মুসলমানদের পরস্পর ঐক্য ও সংহতির হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং মতবিরোধ ও এর মাধ্যম সৃষ্টি করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। হাদিস শরীফেও এ সম্পর্কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আর মুসলমানদের জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ
وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿١٠٩﴾ ع

১০৯. আর আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু রয়েছে, সব আল্লাহরই এবং প্রতিটি বিষয় আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়।

ع ١١ ٢

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَلَوْ اٰمَنَ
اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ
الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿١١٠﴾

১১০. (হে মুসলমানগণ,) তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত,[১] যাদেরকে মানবজাতির (হেদায়েতের) জন্য আবির্ভূত করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও ও অন্যায় কাজে বাধা দাও এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখো। আর যদি আহলে-কিতাবও ঈমান আনতো, তবে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো। তাদের মধ্যে কিছু রয়েছে মুসলমান আর তাদের অধিকাংশই অবাধ্য।

لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّاۤ اَذًى ؕ وَاِنْ
يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ۫ ثُمَّ
لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١١١﴾

১১১. এরা সামান্য কষ্ট দেওয়া ছাড়া তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর তারা যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তবে তোমাদের সামনে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। অতঃপর তাদের সাহায্য করা হবে না।

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا
ثُقِفُوْۤا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ

১১২. এরা যেখানেই অবস্থান করুক তাদের উপর লাঞ্ছনা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, তবে তা ব্যতীত- তারা যে সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পায় অথবা

টীকা:

১ এই আয়াতে আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র উম্মতকে সকল উম্মতের চেয়ে উত্তম বলা হয়েছে আর কিছু আয়াতে বনী ইসরাঈলকে সমগ্র বিশ্ব থেকে উত্তম বলা হয়েছে। বনী ইসরাঈলের উত্তম হওয়া তাদের যুগ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ আর অন্যদিকে হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র উম্মতের উত্তম হওয়া সব যুগের জন্য ।

النَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ
ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ؕ ذٰلِكَ
بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؕ ذٰلِكَ
بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿۱۱۲﴾

যে সাহায্য মানুষের পক্ষ থেকে পায়।[১] এরা আল্লাহর গযবের যোগ্য। আর এদের উপর নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে পরমুখাপেক্ষিতা। আর তা এজন্যে যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করতো এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে শহীদ করতো। আর এ কারণেও যে, তারা অকৃতজ্ঞ এবং সীমালঙ্ঘনকারী ছিলো।

لَيْسُوْا سَوَآءً ؕ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ
قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَ
هُمْ يَسْجُدُوْنَ ﴿۱۱۳﴾

১১৩. এরা সবাই একসমান নয়। আহলে কিতাবের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে যারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তারা রাতের গভীরে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং সিজদা করে।[২]

يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ
يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ؕ
وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۱۴﴾

১১৪. এরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং ভালো কাজের নির্দেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে এবং সৎকাজে দ্রুততা করে। আর এরাই আল্লাহর বিশেষ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

টীকা:

১ ইহুদিদের উপর লাঞ্ছনা আর পরমুখাপেক্ষিতা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে এরা দু'ভাবে তা থেকে বাঁচতে পারে, প্রথমত তারা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যদি কোনো সাহায্য পায় অর্থাৎ তারা যদি মুসলমান হয়ে যায় আর অন্যটি হলো মানুষের সাথে কোনো চুক্তি করে, ইসলামী হুকুমতের অধীন যিম্মী হয় অথবা কাফের হুকুমতের কাছে ভিখারি হয়ে সাহায্য চায় তাহলে তারা পৃথিবীতে সম্মান পেতে পারে আর এই পদ্ধতিতে তারা তাদের রাজত্ব কায়েম করতে পারে। বর্তমানে যে ইহুদি রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে তা এই কুরআনী সত্যেরই প্রমাণ যে, তারা অন্য কাফের হুকুমতের সহযোগিতার মাধ্যমেই তা কায়েম করতে পেরেছে।

২ এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেলো যে, তাহাজ্জুদের নামায আদায় করা অনেক বড় ইবাদত কেননা এখানে রাতে জাগ্রত হয়ে ইবাদতকারীদের জন্য বিশেষভাবে প্রশংসা করা হয়েছে। রাতের নামায দ্বারা ইশার নামায ও তাহাজ্জুদের নামায উভয়কে বোঝানো হয়েছে।

وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ؕ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿١١٥﴾

১১৫. আর এসব লোক যারা সৎকাজ করে, কখনোই তাদের সে সৎকাজের অবমূল্যায়ন করা হবে না। আর (আল্লাহ) তাকওয়াবানদের ব্যাপারে জানেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ
اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ
شَيْـًٔا ؕ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ
فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١١٦﴾

১১৬. ওই সব লোক যারা কাফের হয়ে গেছে তাদের সম্পদ ও সন্তান তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আর এরাই জাহান্নামী। এরা সর্বদা জাহান্নামে অবস্থান করবে।

مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ
حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ؕ
وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُوْنَ ﴿١١٧﴾

১১৭. এই দুনিয়ার জীবনে যা কিছু ব্যয় করে তার উদাহরণ হলো ওই বায়ুর মতো, যাতে রয়েছে তীব্র ঠান্ডা, ওই বায়ু এমন কোনো সম্প্রদায়ের শস্যক্ষেতে গিয়ে পৌঁছে যারা নিজেদের প্রাণের উপর জুলুম করেছে। অতঃপর ওই বায়ু সে শস্যক্ষেত নিঃশেষ করে দেয় । বস্তুত আল্লাহ তাদের উপর কোনো জুলুম করেননি, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করেছে।[১]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا
بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ؕ

১১৮. হে ঈমানদারগণ, তোমরা অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোনো ত্রুটি করবে না-তারা তো চায় তোমরা

টীকা:

১ এই আয়াতে কাফেরদের খরচ করা আর লোক দেখানোর জন্য যারা খরচ করে তাদের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। তাদের ব্যয়কে তাদের কুফরী বা লৌকিকতা এমনভাবে ধ্বংস করে যেভাবে শৈত্যপ্রবাহ শস্যক্ষেত ধ্বংস করে। তাদের সাথে এমন ব্যবহার কোনো জুলুম নয় বরং এটা তাদের কুফর, নিফাক আর লৌকিকতার পরিণাম। সুতরাং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করেছে।

وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ
مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۖ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ
اَكْبَرُ ۭ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ
كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝۱۱۸

কষ্টে পতিত হও। নিঃসন্দেহে (তাদের) বিদ্বেষ তাদের মুখ হতে প্রকাশ পেয়েছে আর যা কিছু তাদের মনে গোপন আছে তা এর চাইতে বেশি মারাত্মক। নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদ বর্ণনা করেছি যদি তোমাদের মাঝে বিবেক বিদ্যমান থাকে।[১]

هٰٓاَنْتُمْ اُولَاۗءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ
وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ ۚ وَاِذَا
لَقُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۖۚ وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا
عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۭ قُلْ
مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ
بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝۱۱۹

১১৯. সাবধান! তোমরাই তো তারা যারা তাদেরকে ভালোবাসো আর তারা তোমাদের পছন্দ করে না অথচ তোমরা সমস্ত কিতাবের প্রতি বিশ্বাস রাখো। আর তারা যখন তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন নির্জনে থাকে তখন তোমাদের উপর আক্রোশে আঙুল কামড়ায়। হে হাবীব, তুমি বলে দাও, তোমরা নিজেদের আক্রোশে মরে যাও। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ অন্তরের খবর ভালোকরেই জানেন।

اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۡ وَاِنْ
تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا ۭ وَاِنْ

১২০. তোমাদের যদি কোনো মঙ্গল হয়, তবে তাদের খারাপ লাগে আর তোমাদের যদি অমঙ্গল হয় তবে তারা তাতে আনন্দিত হয়। আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং

টীকা:

১ কুরআনে পাকের ব্যাপকতা আর সত্যতা যদি বুঝতে হয় তাহলে এই আয়াতগুলো সামনে রেখে সারা দুনিয়ার মুসলমান এবং কাফের দেশগুলোর বিদ্যমান অবস্থা দেখুন। আল্লাহ পাক যা বর্ণনা করেছেন তা কি সত্য আর সঠিক নয়? বিশ্বের ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস আর বর্তমান অবস্থা কুরআনের এই সমস্ত আয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো আজও আমাদের চোখ উদাসীনতার ঘুমে বিভোর রয়েছে। আমাদের লোকজনই আজও তাদেরকে বিপদের বন্ধু আর মুক্তিদাতা মনে করে যাদেরকে নিজের মনের কথা বলতেও আল্লাহ আমাদের নিষেধ করেছেন।

تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿۱۲۰﴾

খোদাভীরুতা অবলম্বন করো তবে তাদের প্রতারণা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না[১]। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সমস্ত কাজকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۲۱﴾ ۙ

১২১. আর হে হাবীব, স্মরণ করো যখন তুমি তোমার বাসস্থান থেকে সকালে বের হয়ে মুসলমানদের যুদ্ধের ময়দানে মোতায়েন করছিলে আর আল্লাহ শোনেন এবং জানেন।

اِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا ۙ وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۲۲﴾

১২২. যখন তোমাদের মধ্য থেকে দুটি দল ভীরুতা প্রদর্শন করার ইচ্ছা করলো আর আল্লাহ ছিলেন তাদের রক্ষাকারী,[২] আর আল্লাহর উপরই মুসলমানদের ভরসা করা উচিৎ।

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۲۳﴾

১২৩. আর নিশ্চয়ই আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

টীকা:

১ কাফেরদের সাধারণ অবস্থা এই যে, যদি মুসলমানদের কোনো মঙ্গল সাধিত হয় তখন তাদের খারাপ লাগে আর যদি মুসলমানরা কষ্টে পড়ে তখন তারা আনন্দিত হয়। সুতরাং কাফেরদের সাথে ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব রাখা মুসলমানদের উচিৎ নয়। এর পরিবর্তে মুসলমান যদি ধৈর্য এবং খোদাভীরুতাকে নিজের পরিচয় রূপে গ্রহণ করে, তাহলে কাফেরদের কোনো প্রতারণাই মুসলমানদের জন্য কার্যকর হবে না।

২ এই দুটি দল আনসারদের মধ্যকার ছিলো। একটি হলো বনী সালমা গোত্র যার সম্পর্ক ছিলো খাযরাজের সাথে আরেকটি হলো বনী হারেসা যার সম্পর্ক ছিলো আউসের সাথে এ দু'দলই সৈন্যদের বাহুস্বরূপ ছিলো। যখন মুনাফিক আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সুলুল পলায়ন করলো তখন এই গোত্রগুলোও ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করলো কিন্তু আল্লাহ পাক দয়া করলেন, তাদেরকে এ কাজ থেকে রক্ষা করলেন আর এ দুই গোত্রই হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র সাথে অটল রইলো। এখানে এই নেয়ামত ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ﴿١٢٤﴾

১২৪. আর স্মরণ করো, হে হাবীব, যখন তুমি মুসলমানদেরকে বলছিলে তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে তোমাদের রব তিন হাজার ফেরেশতা অবতীর্ণ করে তোমাদের সাহায্য করবেন।[১]

بَلٰٓى ۙ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৫. হ্যাঁ, কেন নয়? তোমরা যদি ধৈর্যধারণ করো এবং খোদাভীরুতা অবলম্বন করো।[২] আর কাফেররা যদি তখনই তোমাদের উপর আক্রমণ করে তবে তোমাদের রব পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতার মাধ্যমে তোমাদের সাহায্যে করবেন।

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ۚ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۙ﴿١٢٦﴾

১২৬. আর আল্লাহ এই সাহায্য শুধু তোমাদের খুশি করার জন্য করেছেন[৩] আর তা এ জন্য যে, এতে তোমাদের মন প্রশান্ত হবে। আর সাহায্য শুধুমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে- যিনি পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।

টীকা:

১ এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেলো যে, আম্বিয়া, আউলিয়া, আর ফেরেশতা কর্তৃক অন্যদেরকে সাহায্য করা মূলত আল্লাহ কর্তৃক সাহায্য করা। কেননা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য ফেরেশতা নাযিল করা হয়, তারা যুদ্ধে লড়াই করলো ও মুসলমানদের সাহায্য করলো। কিন্তু তাদের সাহায্যকে আল্লাহ পাক বলছেন যে, আল্লাহ তোমাদেরকে বদর যুদ্ধে সাহায্য করেছেন। এতে বোঝা গেলো আল্লাহর প্রিয় বান্দা যখন আল্লাহর অনুমতিক্রমে সাহায্য করেন তা মূলত আল্লাহরই সাহায্য।

২ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল মুহাজির ও আনসার সাহাবী হলেন ধৈর্যশীল ও খোদাভীরু। কেননা আল্লাহ পাক নিজের সাহায্য অবতীর্ণ করার জন্য ধৈর্য ও খোদাভীরুতার শর্ত যুক্ত করেছেন। ফেরেশতাদের পরে নাযিল হওয়ার মাধ্যমে বোঝা গেলো যে শর্ত পাওয়া গিয়েছিলো অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম ধৈর্য ও তাকওয়া প্রদর্শন করেছিলেন। সুতরাং, সাহাবায়ে কেরামের ধৈর্য ও তাকওয়ার সাক্ষী হলো কুরআন।

৩ এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেলো সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ 'র সন্তুষ্টি আল্লাহর কাছে খুব পছন্দনীয় যে, তাদের সাহায্য করা হয়েছে তাদের খুশি করার জন্য ।

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৭. এজন্য যে, তিনি কাফেরদের একটি অংশকে বিচ্ছিন্ন করবেন অথবা তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন যাতে তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যায়।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١٢٨﴾

১২৮. হে হাবীব, এ ব্যাপারে তোমার কোনো সম্পৃক্ততা নেই, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে তাওবা করার সুযোগ দান করবেন কিংবা তাদেরকে আযাব দেবেন, কেননা এরা জালেম।[১]

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٩﴾ ع ١٤

১২৯.আর যা কিছু আসমানসমূহে ও যা কিছু জমিনে রয়েছে তা আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা আযাব দেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাশীল, করুণাময়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۠ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾ ج

১৩০. হে ঈমানদারগণ, তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না।[২] আর আল্লাহকে ভয় করো এই আশায় যাতে তোমাদের সফলতা অর্জিত হয়।

টীকা:

১ নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সত্তর জন কারী সাহাবীকে দ্বীনী মাসয়ালা শিক্ষা দেওয়ার জন্য এক অঞ্চলে পাঠান, কিন্তু কাফেররা প্রতারণা করে তাদের শহীদ করে ফেলে। হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ওই কাফেরদের বিরুদ্ধে দোয়া করার ইচ্ছা করলে আল্লাহ পাক এই দোয়া করা থেকে বারণ করে বলেন, "আপনি এদের বিষয় আল্লাহর উপর ছেড়ে দিন। তিনি চাইলে তাদের তাওবার তাওফিক দান করবেন আর তিনি চাইলে আযাব দেবেন"। এটি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রশিক্ষিত করার একটি দৃষ্টান্ত।

২ এই আয়াতে সুদ খেতে নিষেধ করা হয়েছে আর তা হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। জাহেলী যুগে সুদের এমন পদ্ধতি প্রচলিত ছিলো যে, যখন সুদ আদায়ের সময় হতো তখন ঋণগ্রহীতা আদায় করতে না পারলে ঋণদাতা সুদের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতো। এই কাজ প্রতিনিয়ত চলমান থাকতো। একে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ বলে। আজও এই পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ۚ ﴿١٣١﴾

১৩১. আর ওই আগুন থেকে বেঁচে থাকো যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۚ ﴿١٣٢﴾

১৩২. আর আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে থাকো যাতে তোমাদের উপর অনুগ্রহ করা হয়।

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۙ ﴿١٣٣﴾

১৩৩. আর তোমাদের রবের ক্ষমা এবং ওই জান্নাতের দিকে দৌড়ে যাও যার প্রশস্ততা আসমানসমূহ ও জমিনের সমপরিমাণ, তা খোদাভীরুদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۚ ﴿١٣٤﴾

১৩৪. যারা স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল সর্বাবস্থায় আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং যারা রাগ দমন করে, মানুষকে ক্ষমা করে। মূলত আল্লাহ এ ধরনের সৎলোকদের ভালোবাসেন।

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۫ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۫ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٥﴾

১৩৫. আর ওই সব লোক যখন তারা কোনো অশ্লীল কাজ করে কিংবা নিজেদের উপর জুলুম করে তখন আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে গুনাহ ক্ষমা করতে পারে? আর এরা জেনে বুঝে নিজেদের মন্দ কর্মের পুনরাবৃত্তি করে না।

أُولَٰئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّٰتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۗ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَٰمِلِينَ ﴿١٣٦﴾

১৩৬. এরা ওই সব লোক যাদের প্রতিদান হচ্ছে তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা আর ওই জান্নাতসমূহ যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। (এসব লোক) সর্বদা এই (জান্নাতসমূহে) অবস্থান করবে। আর সৎকর্মশীলদের জন্য কতই না উত্তম প্রতিদান রয়েছে।

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۙ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٣٧﴾

১৩৭. তোমাদের পূর্বে বহু রীতি[১] অতিবাহিত হয়েছে, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করে দেখো যারা মিথ্যা প্রতিপন্নকারী তাদের কী পরিণতি হয়েছে?

هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾

১৩৮. এটি হলো মানবজাতির জন্য একটি বিবরণ, হেদায়েত আর খোদাভীরুদের জন্য উপদেশ।

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

১৩৯. আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা ঈমানদার হও তবে তোমরা বিজয়ী হবে।[২]

إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ

১৪০. তোমাদের যদি কোনো কষ্ট হয় তবে তারাও তো অনুরূপ কষ্ট পেয়েছিলো।

টীকা:

১ এখানে বলা হয়েছে- হে লোকেরা কাফেরদেরকে প্রথমে সুযোগ দেওয়া তারপর পাকড়াও করা সম্পর্কিত অনেক রীতি-নীতি তোমাদের আগেও গত হয়েছে। যখন মানুষ সুযোগ পাওয়ার পরেও ঈমান আনে না তখন তাদেরকে বিভিন্ন আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। কাজেই, হে লোকেরা, বিধ্বস্ত জনপদগুলোর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় শিক্ষা অর্জন করো আর নিজেদের আমলের সংশোধন করো।

২ উহুদ যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর মুসলমানরা খুব ব্যথিত ছিলো, এ কারণে অনেকের মন উদাসীন ছিলো। তাদের সংশোধনের জন্য বলা হলো যে, তোমাদের সাথে যে ঘটনা ঘটেছে তার জন্য নিরাশ ও দুঃখিত হয়ো না। যদি তোমরা প্রকৃত ঈমানদার, আর আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ ভরসাকারী হও তাহলে পরিশেষে তোমরাই সফলকাম হবে।

قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ؕ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۴۰﴾

আর এ দিনগুলো আমি মানুষের মাঝে আবর্তন করি। আর তা এজন্য যে, আল্লাহ ঈমানদারদের পরিচয় প্রকাশ করবেন আর তোমাদের মধ্য হতে কিছু লোককে শহীদের মর্যাদা দান করবেন। আর আল্লাহ জালেমদের ভালোবাসেন না।

وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۴۱﴾

১৪১. আর এজন্য যে, আল্লাহ মুসলমানদের পরিশুদ্ধ করবেন এবং কাফেরদের নিশ্চিহ্ন করবেন।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۴۲﴾

১৪২. তোমরা কি এই ধারণা করছো যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনো তোমাদের মুজাহিদদের পরীক্ষা নেননি এবং ধৈর্যশীলদেরও পরীক্ষা নেননি।[১]

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ

১৪৩. আর তোমরা মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার পূর্বে মৃত্যু কামনা করতে, এখন তোমরা

টীকা:

১ এই আয়াতে ওই মুসলমানদেরকে সাবধান করা হয়েছে যারা উহুদ যুদ্ধে কাফেরদের মোকাবেলা না করে পলায়ন করেছিলো। এই আয়াতকে সামনে রেখে আমাদের নিজেদের অবস্থা খেয়াল করা উচিৎ। যদি আমাদের আল্লাহর রাস্তায় নিজের সম্পদ বা সময় দিতে হয় তখন আমরা পরীক্ষায় কতটুকু উত্তীর্ণ হবো। আফসোস! আমাদের অবস্থা ভালো নয়। অযথা সময় খরচ করার জন্য আমাদের কাছে টাকাও আছে, সময়ও আছে কিন্তু আল্লাহ রাস্তায় খরচ করার বেলায় আমাদের না টাকা থাকে, না সময়।

قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ ۖ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَ
اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿١٤٣﴾ ع

তা চোখের সামনেই দেখেছো।[১]

ع ١٤ ٥

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ
مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَاۡئِنْ مَّاتَ اَوْ
قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ ؕ وَمَنْ
يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ
شَيْـًٔا ؕ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾

১৪৪. আর মুহাম্মদ একজন রাসূলই! তার পূর্বেও বহু রাসূল গত হয়েছে। তবে সে যদি ইন্তেকাল করে অথবা তাকে শহীদ করা হয়, তবে তোমরা কি উল্টো পায়ে ফিরে যাবে? আর যে উল্টো পায়ে ফিরে যায় সে আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর অতি শীঘ্রই আল্লাহ কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا
بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ؕ وَمَنْ يُّرِدْ
ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ

১৪৫. আর আল্লাহর হুকুম ব্যতীত কোনো প্রাণী মরতে পারে না। সবার সময় লিপিবদ্ধ রয়েছে[২]। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার পুরস্কার কামনা করে, আমি তাকে দুনিয়ার কিছু পুরস্কার দান করবো। আর যে ব্যক্তি আখিরাতের পুরস্কার কামনা করে আমি

টীকা:

১ বদর যুদ্ধের শহীদদের জন্য আল্লাহর পুরস্কার দেখে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা মুসলমানদের অনুশোচনা হলো, তারা জিহাদে শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলো, তারাই হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র কাছে বারবার যুদ্ধে যাওয়ার জন্য আবেদন করলো। কিন্তু পরে উহুদের ময়দান থেকে পলায়ন করলো। তাদের বিষয়ে এই আয়াত নাযিল হলো আর তাদের বোঝানো হলো যে, এর আগে শাহাদাত কামনা করতে আর যখন যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছালে তখন পলায়ন করলে। এটা কেমন আচরণ?

২ এই আয়াতে জিহাদের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে আর মুসলমানদেরকে শত্রুদের মোকাবেলায় সাহস দেওয়া হচ্ছে। কোনো ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম ব্যতীত মরতে পারে না, সে যতই ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করুক কিংবা যতই ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের ময়দানে প্রবেশ করুক না কেন। এর বিপরীতে যখন মৃত্যুর সময় আসে তখন কোনো কৌশলই তাকে বাঁচাতে পারবে না যতই সে পাহারাদার নিযুক্ত করুক আর সুরক্ষিত দূর্গে আশ্রয় নিক না কেন। কেননা প্রত্যেকেরই মৃত্যুর সময় লেখা আছে, তা আগে বা পরে হতে পারে না।

ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ ۚ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَ سَنَجْزِي الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٥﴾

তাকে আখিরাতের পুরস্কার দেবো। আর অতি শীঘ্রই আমি কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবো।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَاۤ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٦﴾

১৪৬. আর বহু নবীই জিহাদ করেছে তাদের সাথে অনেক আল্লাহ ওয়ালাও ছিলো। আল্লাহর পথে তাদের উপর বিপদ আসার কারণে তারা হতাশ হয়নি এবং দুর্বলতাও দেখায়নি আর (অন্যের কাছে) নতও হয়নি। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।[১]

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْۤ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤٧﴾

১৪৭. আর তারা তাদের এই প্রার্থনা ব্যতীত কিছুই বলতো না যে, হে আমাদের রব, আমাদের গুনাহগুলো এবং আমাদের কাজে যা কিছু সীমালঙ্ঘন হয়েছে তা ক্ষমা করে দাও আর আমাদের দৃঢ়তা দান করো এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো।

فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤٨﴾ ع

১৪৮. অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার পুরস্কারও দান করলেন এবং আখিরাতের উত্তম সাওয়াবও (দান করলেন)। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।

ع ১৫ ২

টীকা:

১ এই আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, অনেক নবীগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام জিহাদ করেছেন আর তাদের সাথে আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিরা ছিলেন। এই দুই বিষয়ের ব্যাখ্যা হলো যে, জিহাদ হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام 'র যুগ থেকে শুরু হয়, এর পূর্বে কোনো নবী জিহাদ করেননি। তবে পরবর্তীতে অন্যান্য নবীগণের শরীয়তে জিহাদ ছিলো, যেমন হযরত মূসা, হযরত দাউদ, হযরত ইউশা عَلَيْهِمُ السَّلَام ইত্যাদি আর আল্লাহওয়ালা বলতে আলেমগণ, পীর মাশায়েখ, পরহেযগার ব্যক্তিবর্গ যারা আল্লাহকে খুশি করার প্রচেষ্টায় থাকতেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿١٤٩﴾

১৪৯. হে ঈমানদারগণ, তোমরা যদি কাফেরদের কথামতো চলো,[১] তবে তারা তোমাদেরকে উল্টো পায়ে ফিরিয়ে দেবে। অতঃপর তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরে আসবে।

بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ﴿١٥٠﴾

১৫০. বরং আল্লাহই তোমাদের সাহায্যকারী, আর তিনি হচ্ছেন সর্বোত্তম সাহায্যকারী।

سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَآ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۭ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٥١﴾

১৫১. খুব শীঘ্রই আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করবো।[২] কারণ তারা আল্লাহর সাথে এমন বিষয়ে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে যা সম্পর্কে আল্লাহ কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আর তাদের ঠিকানা হলো আগুন আর জালেমদের ঠিকানা কতই নিকৃষ্ট।

টীকা:

১ এখানে মুসলমানদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বোঝানো হয়েছে যে, যদি তোমরা কাফেরদের কথামতো অথবা তাদের পেছনে চলো তারা ইহুদি, খ্রিস্টান, মুনাফিক বা মুশরিক যাই হোক না কেন- যাদের কথামতো চলবে তারাই তোমাদেরকে কুফর, ধর্মহীনতা,পাপকর্ম আর আল্লাহর নাফরমানীর দিকে নিয়ে যাবে। এর ফলাফল হবে, আখিরাতের সাথে সাথে তোমরা তোমাদের দুনিয়াও ধ্বংস করবে। খুবই স্পষ্ট আর পরিষ্কার ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে যে, কাফেরদের কথামতো চললে তারা তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাত ধ্বংস করে দেবে। আর আজ পর্যন্ত সারা বিশ্বে এটাই দেখা গেছে। কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে আমরা তারপরও নিজেদের শাসনব্যবস্থা, কর্মকাণ্ড, সংস্কৃতি, পারিবারিক বিষয়, ব্যবসা বাণিজ্য- প্রতিটি জায়গায় কাফেরদের মর্জিমাফিক ও পদ্ধতি অনুসরণ করছি আর দয়ালু আল্লাহ বারবার তা থেকে আমাদের নিষেধ করছেন।

২ এই আয়াতে অদৃশ্যের সংবাদ রয়েছে। যখন আবু সুফিয়ান এবং অন্যান্যরা উহুদ যুদ্ধের পরে ফিরে এলেন তখন পথিমধ্যে চিন্তা করলেন যে, কেন ফিরে এলেন, মুসলমানদের সবাইকে কেন শেষ করে দেননি অথচ একটা ভালো সুযোগ ছিলো। তারা যখন আবার ফিরে আসতে চাইলেন তখন কুদরতীভাবে তাদের সকলের অন্তরে মুসলমানদের ব্যাপারে এমন ভীতি সঞ্চার হলো যে, তারা মক্কায় চলে গেলেন আর এই সংবাদ সত্য হলো।

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ اِذْ
تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰٓى اِذَا فَشِلْتُمْ
وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ
بَعْدِ مَآ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ؕ مِنْكُمْ
مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ
الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ
لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ
ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٥٢﴾

১৫২. আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ নিজের প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করেছেন যখন তোমরা তার নির্দেশে কাফেরদের কতল করছিলে। শেষ পর্যন্ত যখন তোমরা কাপুরুষতা প্রদর্শন করলে ও নির্দেশের ব্যাপারে পরস্পর মতবিরোধ করলে এবং আল্লাহ যখন তোমাদেরকে সে আকাঙ্ক্ষিত সফলতা দেখালেন যা তোমরা পছন্দ করতে, তারপর তোমরা অবাধ্যতা করলে। তোমাদের মধ্যে কেউ দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষী আর কেউ আখিরাতের আকাঙ্ক্ষী। অতঃপর তিনি তোমাদের মুখ তাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন। আর নিঃসন্দেহে তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। আর আল্লাহ মুসলমানদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল।[১]

اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰٓى اَحَدٍ وَّ
الرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىْٓ اُخْرٰىكُمْ
فَاَثَابَكُمْ غَمًّۢا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى
مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ اَصَابَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥٣﴾

১৫৩. আর যখন তোমরা মুখ তুলে চলে যাচ্ছিলে এবং পেছনে ফিরেও কারো প্রতি তাকাচ্ছিলে না আর তোমাদের পেছনে থাকা অন্য দল থেকে আমার রাসূল তোমাদেরকে ডাকছিলো। অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে দুঃখের বিনিময়ে দুঃখ দিলেন। আর ক্ষমার বার্তা এ জন্য শুনিয়েছেন যাতে তোমাদের হাত থেকে যা চলে গেছে এবং আর যে কষ্ট তোমাদের নিকট

টীকা:

১ উহুদ যুদ্ধে যে সমস্ত লোকেরা ভুল করেছিলো আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এ ধরণের ঘটনা নিয়ে যারা সাহাবীদের শানে বেয়াদবী করে তারা হতভাগা।

পৌঁছেছে[১] তার জন্য দুঃখ না করো। আর আল্লাহ তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে জ্ঞাত।

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ
اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآىِٕفَةً مِّنْكُمْ ۙ
وَ طَآىِٕفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ
يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ
الْجَاهِلِيَّةِ ؕ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ
الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ
لِلّٰهِ ؕ يُخْفُوْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا
يُبْدُوْنَ لَكَ ؕ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ
الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ؕ قُلْ لَّوْ
كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ

১৫৪. অতঃপর তিনি তোমাদের উপর দুঃখের পর শান্তির নিদ্রা অবতীর্ণ করলেন[২] যা তোমাদের মধ্যে একটি দলের উপর ছেয়ে গেলো। আরেকটি দল এমন ছিলো যারা নিজের প্রাণের চিন্তায় মগ্ন ছিলো। তারা আল্লাহ সম্পর্কে অমূলক ধারণা রাখতো জাহেলিয়াতের ধারণার মতো। তারা বলছিলো এ বিষয়ে আমাদেরও কি কোনো এখতিয়ার আছে? তুমি বলো, সব এখতিয়ার তো আল্লাহরই। এরা নিজেদের অন্তরে এমন বিষয় গোপন রাখে, যা তোমার কাছে প্রকাশ করে না। তারা বলে, যদি আমাদেরও এ বিষয়ে কিছু করার এখতিয়ার থাকতো তবে আমাদের এখানে নিহত করা হতো না। হে হাবীব, তুমি বলে দাও, তোমরা যদি নিজেদের ঘরেও থাকতে তবুও যাদের নিহত হওয়ার ব্যাপারে লেখা হয়ে গেছে তারা বের

টীকা:

১ এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেলো হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সন্তুষ্ট ও খুশি করা আল্লাহ পাকের খুব প্রিয়। সাহাবা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ 'র জন্য হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কষ্ট পাওয়ার কারণে আল্লাহ পাক তাদেরকেও দুঃখে নিপতিত করেন। তারপর সাহাবা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ 'র আত্মত্যাগ ও ইখলাসের খুব কদর করেন - যেহেতু তাদের ভুল অসৎ নিয়তে ছিলো না বরং তা ইজতিহাদী ভুল ছিলো- এজন্য আল্লাহ পাক তাদের সন্তুষ্টির জন্য তাদের ক্ষমা করার ঘোষণা দেন।

২ উল্লেখিত ঘটনার মধ্যে অনেক শিক্ষা রয়েছে, যেমন- (১) পরীক্ষার সময় আসল ও নকলের পরিচয় পাওয়া যায়, (২) মুসলমান ধৈর্যশীল আর মুনাফিক ধৈর্যহীন হয়, (৩) মুসলমানদের সর্বাধিক দুশ্চিন্তা হয় দ্বীনের ব্যাপারে অন্যদিকে মুনাফিক শুধু নিজের প্রাণের চিন্তা করে , (৪) মুমিন সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের উপর ভরসা রাখে, তার প্রতি ভালো ধারণা পোষণ করে আর অন্যদিকে মুনাফিক আল্লাহ পাকের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করে, (৫) আল্লাহর প্রতিশ্রুতির প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখা পরিপূর্ণ ঈমানের নিদর্শন (৬) মৃত্যু থেকে পলায়ন করা সম্ভব নয়, যার মৃত্যু যেখানে লেখা আছে সেখানে হবেই (৭) মুনাফিক ব্যতীত উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল মুসলমানই আল্লাহর প্রিয় পাত্র।

عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَ
لِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَ
لِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ
عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۱۵۴﴾

হয়ে তাদের মৃত্যুস্থলে উপস্থিত হতো। আর তা এ জন্য হয়েছে যাতে আল্লাহ তোমাদের অন্তরের বিষয়াদি পরীক্ষা করেন আর যা কিছু তোমাদের অন্তরে গোপন রয়েছে তা পরিষ্কার করেন। আর আল্লাহ অন্তরের বিষয় জানেন।[১]

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى
الْجَمْعٰنِ ۙ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ
بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا ۚ وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ
عَنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۱۵۵﴾ ع

১৫৫. নিঃসন্দেহে, তোমাদের মধ্য থেকে ওই সব লোক যারা সে দিন পলায়ন করলো যে দিন উভয় সৈন্যদল মুখোমুখি হলো। শয়তানই তাদের কিছু কৃতকর্মের কারণে তাদের ভ্রান্তিতে নিপতিত করেছিলো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, বড় সহিষ্ণু।[২]

ع ١٦ ٧

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا
كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ
اِذَا ضَرَبُوْا فِي الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا

১৫৬. হে ঈমানদারগণ, ওই কাফেরদের মতো হয়ো না, যারা নিজেদের ভাইদের ব্যাপারে বলেছে- যখন তারা সফরে কিংবা জিহাদে গেছে- যে, তারা যদি আমাদের কাছে থাকতো, তবে তারা মারা যেতো না এবং নিহতও হতো না। (তাদের মতো এ

টীকা:

১ এখানে আল্লাহ পাক উহুদ যুদ্ধে যেসব ঘটনা ঘটেছিলো তার হিকমত বর্ণনা করেছেন যে, উহুদ যুদ্ধে যা কিছু হয়েছে তা এজন্য হয়েছে যে, আল্লাহ পাক তোমাদের মনের একনিষ্ঠতা বা দ্বিচারিতা পরীক্ষা করবেন আর যা কিছু তোমাদের মনে লুকায়িত তা তোমাদের সামনে স্পষ্ট করে দেবেন।

২ উহুদ যুদ্ধে চৌদ্দ জন সাহাবী رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ ব্যতীত অন্য সাহাবীরা ভ্রান্তির শিকার হয়েছিলেন। বিশেষত সেসব সাহাবী যাদেরকে নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাহাড়ি এলাকায় স্থির থাকার নির্দেশ দেন কিন্তু তারা অটল থাকতে পারেননি। এই ভ্রান্তির শিকার হওয়া সত্ত্বেও তারা ছিলেন পরিপূর্ণ ঈমানদার, মুখলিস মুমিন আর হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র সত্যিকারের গোলাম আর অনেক ক্ষেত্রে অগ্রে, পশ্চাতে হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গকারী। এজন্য আল্লাহ পাক কুরআনে তাদের ক্ষমার ঘোষণা দেন যাতে যদি তাদের ভুলের কথা সামনে আসে তাহলে আল্লাহর দরবারে তাদের মহত্বের কথাও যেন উল্লেখ করা হয়।

غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ۚ لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١٥٦﴾

কথা বলো না) আল্লাহ যেন তাদের অন্তরে এ বিষয়ে অনুতাপ সৃষ্টি করেন। আর আল্লাহই জীবিত রাখেন এবং মৃত্যু দান করেন। আর আল্লাহ তোমাদের আমলসমূহ খুব ভালো করেই দেখছেন।

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿١٥٧﴾

১৫৭. আর নিশ্চয়ই তোমরা যদি আল্লাহর পথে শহীদ হও কিংবা মৃত্যুবরণ করো তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহ লাভ করা, তারা যা জমা করে তা থেকে উত্তম।

وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿١٥٨﴾

১৫৮. আর যদি তোমরা মৃত্যুবরণ করো অথবা নিহত হও (সর্বোপরি) তোমাদের আল্লাহর দরবারে সমবেত করা হবে।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۪ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

১৫৯. সুতরাং, হে হাবীব, আল্লাহর কত বড় দয়া যে, তুমি তাদের জন্য কোমল হৃদয় রয়েছো পক্ষান্তরে তুমি যদি রূঢ় মেজাজ ও কঠিন হৃদয়ের হতে তবে অবশ্যই তারা তোমার কাছ থেকে পলায়ন করতো। সুতরাং, তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও এবং তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করো এবং কাজ-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো।[১] অতঃপর যখন কোনো বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প করো তবে

টীকা:

১ কোমল ও নম্র ব্যবহার উচ্চ মানবীয় গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। কঠোর মন আর রূঢ় মেজাজের হলে মানুষ দূরে চলে যায় আর অন্য দিকে যে কোমল ও দয়াবান তার কাছে মানুষ ছুটে আসে। হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের দয়ায় আপাদমস্তক দয়ালু, কোমল আর উত্তম চরিত্রের অধিকারী।

يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿١٥٩﴾

আল্লাহর উপর ভরসা করো। নিশ্চয়ই, আল্লাহ ভরসাকারীদের ভালোবাসেন।

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَ اِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٦٠﴾

১৬০. যদি আল্লাহ তোমাদের সহায়তা করেন, তবে কেউ তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের পরিত্যাগ করেন, তবে এমন কে আছে যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে?[১] আর মুসলমানদের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিৎ।

وَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ؕ وَ مَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٦١﴾

১৬১. আর কোনো নবীর পক্ষে খেয়ানত করা সম্ভবই নয়।[২] আর যে খেয়ানত করে সে কিয়ামতের দিন সে বস্তু নিয়ে হাজির হবে যা সে খেয়ানত করেছে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের পরিপূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে। আর তাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না।

اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ مَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٦٢﴾

১৬২. তবে কি যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছে সে কি ওই ব্যক্তির মতো যে আল্লাহর শাস্তির যোগ্য হয়েছে? আর তার ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, আর তা কতইনা নিকৃষ্ট ঠিকানা।

টীকা:

১ এখানে বর্ণনাকৃত বিষয় দুটি বদর ও হুনাইনের ঘটনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায়। বদর যুদ্ধে কাফেরদের সৈন্যসংখ্যা, অস্ত্র, যুদ্ধ-সরঞ্জাম মুসলমানদের তুলনায় অধিক ছিলো কিন্তু মুসলমানদের পুরো ভরসা আল্লাহ পাকের উপর ছিলো যার ফলস্বরূপ মুসলমানেরা বিজয় ও সফলতা লাভ করলো আর আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য হিসেবে ফেরেশতারা অবতীর্ণ হলো। হুনাইন যুদ্ধে কিছু মুসলমান কর্তৃক নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার অহংকারের ফলস্বরূপ মুসলমানদের অনেক বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হলো।

২ নবীগণ عَلَيْهِ السَّلَام 'র পক্ষে খেয়ানত করা সম্ভব নয় কেননা এটা শানে নবুওয়াতের খেলাফ এবং আম্বিয়া عَلَيْهِمُ السَّلَام গুনাহ হতে মাসুম, সুতরাং তাদের দ্বারা এ ধরনের কাজ সম্ভব নয়।

هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦٣﴾

১৬৩. আল্লাহর দরবারে মানুষের মর্যাদা বিভিন্ন স্তরের[১] আর আল্লাহ তাদের সকল কাজ দেখছেন।

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٦٤﴾

১৬৪. নিঃসন্দেহে আল্লাহ ঈমানদারদের উপর বড়ই অনুগ্রহ করেছেন যে, যখন তাদের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে রাসূল পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করেন আর তাদের পবিত্র করেন এবং তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন।[২] অথচ তারা এর পূর্বে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিলো।

اَوَلَمَّآ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ۙ قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ؕ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٦٥﴾

১৬৫. কী ব্যাপার! যখন তোমাদের উপর এমন কষ্ট নিপতিত হলো যার দ্বিগুণ কষ্টে তোমরা নিপতিত করেছিলে, তখন তোমরা বলতে লাগলে, এটা কোত্থেকে এসেছে? হে হাবীব, তবে তুমি বলে দাও, হে লোকেরা, এটা তোমাদের পক্ষ থেকেই এসেছে । নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।

النصف

টীকা:

১ আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণকারী আর আল্লাহর অসন্তুষ্টির অধিকারী- উভয়জন সমান হতে পারে না। কোথায় আল্লাহকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসা ব্যক্তি, আল্লাহর আনুগত্যকারী, তার সন্তুষ্টির জন্য সবকিছু উৎসর্গকারী? যেমন- সাহাবায়ে কেরাম رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ আর পরবর্তী সময়ের সালেহীনগণ। আর কোথায় আল্লাহ পাকের বিরুদ্ধাচরণকারীরা, তার নির্দেশ অমান্যকারীরা, তার অসন্তুষ্টিকে ভয় করে না এমন ব্যক্তিরা আর নিজের সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর অধিক গুরুত্বদানকারীরা? যেমন- কাফের, মুনাফিক আর তাদের অনুগত নাফরমান ব্যক্তিরা, এরা কীভাবে সমান হতে পারে।

২ আরবীতে "مِنَّت" মহান নেয়ামতকে বলে , এখানে উদ্দেশ্য হলো- আল্লাহ পাক বড় অনুগ্রহ করেছেন যে তার সবচেয়ে বড় রাসূল তাদের দান করেছেন। এমন মহান রাসূল যিনি দুনিয়া ও আখিরাতের প্রতিটি নেয়ামত ও কল্যাণের মাধ্যম, যিনি জীবন পরিচালনা ও জীবনের আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছেন, আল্লাহ পাকের পরিচয় দান করেছেন আর কুরআনের মতো নেয়ামত দান করেছেন।

وَمَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٦٦﴾

১৬৬. আর দুটি দলের মোকাবেলার দিন যে কষ্টে তোমরা নিপতিত হয়েছিলে তা ছিলো আল্লাহর হুকুমেই । আর তা এ জন্য (হয়েছে) যাতে আল্লাহ ঈমানদারদের পরিচয় প্রকাশ করেন।

وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۚ وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ؕ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا اتَّبَعْنٰكُمْ ؕ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ﴿١٦٧﴾

১৬৭. আর এ জন্য (হয়েছে) যাতে আল্লাহ মুনাফিকদের পরিচয় প্রকাশ করেন। আর (যখন) তাদেরকে বলা হলো- এসো, আল্লাহর পথে জিহাদ করো কিংবা শত্রুদের প্রতিরোধ করো। তারা বলতে লাগলো, আমরা যদি ভালোভাবে জিহাদ করতে জানতাম (অথবা তারা বলতে লাগলো, আমরা যদি জিহাদকে ভালো মনে করতাম) তবে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গ দিতাম। এসব লোকেরা সেদিন (তাদের) বাহ্যিক ঈমানের তুলনায় কুফরীর অধিক নিকটবর্তী ছিলো। তারা তাদের মুখে এমন কথা বলে যা তাদের অন্তরে নেই। আর আল্লাহ ভালোভাবে জানেন যে বিষয়গুলো তারা গোপন করছে।

اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ؕ قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ

১৬৮. যারা নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে বলেছিলো[১] অথচ তারা নিজেরাই বসেছিলো, যে- যদি তারা আমাদের কথা মানতো, তবে নিহত হতো না। হে হাবীব, তুমি বলে দাও, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের

টীকা:

১ মুনাফিকদের উহুদ যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছিলো তাদের সম্পর্কে বলেছিলো যে, যদি তারা আমাদের কথা মেনে আমাদের মতো ঘরে বসে থাকতো, তাহলে তারা নিহত হতো না। তাদের উত্তরে বলা হলো যে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে তোমাদের কাছ থেকে মৃত্যুকে দূর করে দেখাও। নিশ্চয়ই মৃত্যু আসবেই, মানুষ ঘরে লুকিয়ে বসে থাকুক না কেন। সুতরাং এটা বলা ভুল যে, আমাদের কথা মেনে যদি জিহাদে না যেতো, তাহলে নিহত হতো না।

صٰدِقِيْنَ ﴿١٦٨﴾	থেকে মৃত্যুকে দূর করে দেখাও।
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ﴿١٦٩﴾ ۙ	১৬৯. আর যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছে তাদের কখনো মৃত মনে করো না বরং তারা তাদের রবের নিকট জীবিত ও তাদেরকে রিযিক প্রদান করা হয়।
فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١٧٠﴾	১৭০. (তারা) এতে আনন্দিত আল্লাহ যা তাদের নিজ অনুগ্রহে দান করেছেন। আর তাদের পশ্চাতে (রয়ে যাওয়া) তাদের ভাইদের ব্যাপারেও আনন্দিত যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।
يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٧١﴾ ۚ	১৭১. তারা আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের জন্য আনন্দ প্রকাশ করছে এবং এজন্য যে, আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতিদান বিনষ্ট করবেন না।[১]
اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ	১৭২. ওই সব লোক যারা আল্লাহ এবং তার রাসূলের ডাকে আহত হওয়ার পরেও (দ্রুত)

وقف لازم

ع ١٢

টীকা:

১ এখান থেকে অনেক আয়াতে শহীদদের ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন- তাদের মৃত ধারণা করা নিষেধ কেননা তারা জীবিত, তারা আল্লাহ পাকের নিকটবর্তী, তাদের রিযিক দান করা হয়, তারা খুব আনন্দিত, তারা আল্লাহ পাকের দয়া, ইনয়াম ও ইহসান, সম্মান ও মর্যাদা এবং মৃত্যুর পর উচ্চস্তরের জীবন পাওয়াতে আনন্দিত। তারা এ বিষয়েও আনন্দ উদযাপন করছে যে, তাদের পরে যে সকল মুসলমান ভাইয়েরা দুনিয়ায় ঈমান ও তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে শাহাদাতের পরে তারাও এ ধরনের পুরস্কার পাবে আর কিয়ামতের দিন তাদেরকে প্রশান্তির সাথে পুনরুত্থিত করা হবে।

مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٢﴾

উপস্থিত হয়েছে, ওই সব নেক বান্দা ও খোদাভীরুদের জন্য মহা প্রতিদান রয়েছে।[১]

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿١٧٣﴾

১৭৩. এরা ওই সব লোক, যাদের লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা (সৈন্য) সমাবেশ করেছে, সুতরাং তাদের ভয় করো। তখন তাদের ঈমান আরো দৃঢ় হলো আর তারা বলতে লাগলো আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আর তিনি কতইনা উত্তম কর্মকুশলী।

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ﴿١٧٤﴾

১৭৪. অতঃপর তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া সহকারে ফিরে এলো, তাদের কোনো কষ্ট স্পর্শ করলো না। আর তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির আনুগত্য করলো। আর আল্লাহ বড় অনুগ্রহশীল।

اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ

১৭৫. নিঃসন্দেহে তারাই শয়তান যারা তাদের বন্ধুর ভয় দেখায়। সুতরাং, তোমরা

টীকা:

১ উহুদ যুদ্ধ শেষে প্রত্যাবর্তনের সময় মুসলমানদের পুরোপুরি খতম করে না আসায় আবু সুফিয়ানের আফসোস হলো তাই তিনি আবারো যুদ্ধ করার ইচ্ছা করলে হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আবু সুফিয়ানকে গ্রেফতারের ঘোষণা দিলেন। ৭০ জন সাহাবায়ে কেরাম رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ 'র একটি দল হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র ঘোষণা শুনে উপস্থিত হলেন অথচ তারা আঘাতে জর্জরিত ছিলেন। এই ঘটনার ব্যাপারে এই আয়াত নাযিল হলো। এই আয়াতে সাহাবা কেরাম رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ 'র মর্যাদা ও বীরত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে যে, আঘাতে জর্জরিত হওয়ার পরও হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র ডাকে তারা দ্রুত উপস্থিত হলেন।

اَوْلِيَآءَهٗ ۠ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٥﴾	তাদের ভয় করো না এবং আমাকে ভয় করো যদি তোমরা ঈমানদার হও।[১]
وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۭ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٦﴾	১৭৬. আর হে হাবীব, তুমি তাদের জন্য কোনো চিন্তা করো না যারা কুফরীর দিকে ধাবিত হচ্ছে, তারা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ এটাই চান যেন আখিরাতে তাদের কোনো অংশই রাখবেন না। আর তাদের জন্যে রয়েছে মহা শাস্তি।
اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٧﴾	১৭৭. নিঃসন্দেহে ওই সব লোক যারা ঈমানের পরিবর্তে কুফরীকে গ্রহণ করেছে, তারা কখনো আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ۭ اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٧٨﴾	১৭৮. আর কাফেররা যেন কখনো এই ধারণা না করে যে, আমি যে তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছি তা তাদের জন্য উত্তম । আমি তাদের কেবল এজন্য অবকাশ দিচ্ছি যাতে তাদের গুনাহ আরো বেড়ে যায়। আর তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

টীকা:

১ এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেলো যে- কাফের কর্তৃক মুসলমানদের ভয় দেখানো, উৎসাহ নষ্ট করা, মুসলমানরা যাতে সাহস হারিয়ে ফেলে এবং কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করার নামও না নেয় - সেজন্য তাদের সামনে কাফেরদের শক্তি বাড়িয়ে উপস্থাপন করা- এসব হলো কাফের ও মুনাফিকদের কাজ। আমাদের যুগে এমন লোকের অভাব নেই যাদের কাছে মুসলমানদের উৎসাহ ও প্রেরণা দেওয়ার সামর্থ্য নেই কিন্তু তারা কাফেরদের ক্ষমতাকে এমনভাবে বাড়িয়ে উপস্থাপন করে যেন মুসলমানরা তাদের সাথে লড়াই করার নাম শুনেই ভয় পায়। যারা সংবাদপত্র ইত্যাদি পাঠ করেন তারা এসব ভালোকরেই জানেন।

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى
مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ
الطَّيِّبِ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ
عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ
رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۪ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ
رُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا
فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٩﴾

১৭৯. আল্লাহর শান এমন নয় যে, মুসলমানদেরকে এই অবস্থায় ছেড়ে দেবেন যাতে (এখন) তোমরা আছো, যতক্ষণ না তিনি পৃথক করবেন অপবিত্রকে পবিত্র থেকে। আর (হে সাধারণ লোকেরা!) আল্লাহ তোমাদের অদৃশ্যের সংবাদ সম্পর্কে অবগত করেন না, তবে আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছে বেছে নেন করেন।[১] সুতরাং, তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনো, আর যদি তোমরা ঈমান আনো ও খোদাভীরু হও তবে তোমাদের জন্য মহা প্রতিদান রয়েছে।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ
اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ
بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا
بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا

১৮০. আর ওই সব লোক যারা এই বিষয়ে কৃপণতা করে যা আল্লাহ তাদের নিজ অনুগ্রহে দান করেছেন। তারা যেন কখনো তা নিজের জন্য ভালো বলে মনে না করে বরং এই কৃপণতা তাদের জন্য ক্ষতিকর। শীঘ্রই কিয়ামতের দিন তাদের গলায় ওই সম্পদের বেড়ি পরানো হবে যাতে তারা কৃপণতা করেছিলো।[২] আর আল্লাহই হচ্ছেন

টীকা:

১ এই আয়াত দ্বারা এবং এই আয়াত ছাড়াও অসংখ্য আয়াত ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, আল্লাহ পাক তার রাসূলগণকে অদৃশ্যের সংবাদ দান করেছেন।

২ এই আয়াতে আল্লাহর রাস্তায় শরয়ীভাবে ওয়াজিব খাতে যারা সম্পদ খরচ করতে কৃপণতা করে তাদের জন্য কঠিন শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কৃপণতার সংজ্ঞা হলো- যেখানে শরয়ীভাবে, প্রথাগতভাবে বা স্বভাবগতভাবে খরচ করা ওয়াজিব, সেখানে খরচ না করা কৃপণতা। যাকাত, সদকা, ফিতরা ইত্যাদিতে খরচ করা শরয়ীভাবে ওয়াজিব আর বন্ধু বান্ধব, নিকটাত্মীয়দের জন্য খরচ করা প্রথাগতভাবে এবং স্বভাবগতভাবে ওয়াজিব। অধিকাংশ মুফাসসিরগণের নিকট এই আয়াতে কৃপণতা বলতে যাকাত না দেওয়াকে বোঝানো হয়েছে। কেননা প্রচলনগত কৃপণতায় এমন শাস্তির কথা নেই।

ع ١٨

وقف لازم

تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١٨٠﴾ ع	আসমান ও জমিনের সত্ত্বাধিকারী। আর আল্লাহ তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে খবর রাখেন।
لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿١٨١﴾	১৮১. নিঃসন্দেহে, আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে যে, আল্লাহ অভাবগ্রস্ত আর আমরা বিত্তবান! এখন আমি তাদের কথা এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে শহীদ করার বিষয় লিখে রাখবো আর বলবো, জ্বলন্ত আযাবের স্বাদ উপভোগ করো।[১]
ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿١٨٢﴾ ج	১৮২. এটি হচ্ছে তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফল যা তোমাদের হাত পূর্বে পাঠিয়েছে। আর আল্লাহ বান্দাদের উপর জুলুম করেন না।
اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ؕ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ	১৮৩. ওই সব লোক যারা বলে যে, আল্লাহ আমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো রাসূলের সত্যায়ন করবো না যতক্ষণ না তিনি এমন কুরবানি পেশ করবেন যা আগুন গ্রাস করে। হে হাবীব, তুমি বলে দাও যে, নিঃসন্দেহে

টীকা:

১ এখানে আয়াতে আল্লাহ পাকের শানে বেয়াদবি আর আম্বিয়া عَلَيْهِمُ السَّلَام কে হত্যার বিষয় একত্রে উল্লেখ করে আযাবের একটিই শাস্তির সর্তকবাণী বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বোঝা গেলো যে, এ দুটি অপরাধই খুবই মারাত্মক আর নিকৃষ্টতায় সমান। আম্বিয়া عَلَيْهِمُ السَّلَام'র শানে বেয়াদবি করা ব্যক্তি আল্লাহ পাকের শানে বেয়াদবি করার ব্যক্তির ন্যায় জাহান্নামের যোগ্য, কেননা আম্বিয়া কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام'র সাথে বেয়াদবি করা হচ্ছে আল্লাহ পাকের সাথে বেয়াদবি করা।

مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٨٣﴾

আমার পূর্বে অনেক রাসূল স্পষ্ট নির্দশনাদি এবং সেই (মু'জিযা) নিয়ে এসেছিলেন যা তোমরা বলেছিলে, অতঃপর তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে কেন তাদের শহীদ করেছো।[১]

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿١٨٤﴾

১৮৪. সুতরাং, হে হাবীব, যদি তারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে তোমার পূর্ববর্তী রাসূলগণকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে যারা স্পষ্ট নিদর্শনাদি, সহীফাসমূহ ও উজ্জ্বল কিতাব নিয়ে এসেছিলেন।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿١٨٥﴾

১৮৫. প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।[২] আর কিয়ামতের দিন তোমাদের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে। অতঃপর যাকে আগুন থেকে রক্ষা করা হলো এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো সে সফলকাম হলো। আর পার্থিব জীবন কেবল ধোঁকার সামগ্রী মাত্র।

টীকা:

১ মুফাসসিরগণ এই আয়াতের যে তাফসীর বর্ণনা করেছেন তাতে একটি খুব উপকারী কথা সামনে আসে তা হলো যখন কোনো বিষয় যৌক্তিক (বিবেকের) দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয় তবে তা মেনে নেওয়া আবশ্যক। যৌক্তিক দলিল দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার পর অযথা বিশেষ দলিল চাওয়া ইহুদিদের কাজ আর এক্ষেত্রে এদের উদ্দেশ্য থাকে মেনে নেওয়া নয় বরং অযথা তর্ক করা। যেমন- মুসলমানদের মাঝে এমন বহু প্রথা আছে যা শরয়ী যৌক্তিক দলিল দ্বারা প্রমাণিত, কিন্তু কতিপয় লোক অযথা বলে যে, না! এটি হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র যুগ থেকে প্রমাণ করো, এটি বুখারী শরীফ দ্বারা প্রমাণ করো। এমন করা চরম মূর্খতা । এমন লোকদের বুঝিয়ে কোনো উপকার হয় না।

২ এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেলো আল্লাহ পাক প্রত্যেক প্রাণীর জন্য মৃত্যুকে নির্ধারণ করেছেন আর তা থেকে কেউ রক্ষা পাবে না, কেউ তা থেকে পালাতেও পারবে না। মৃত্যু হচ্ছে শরীর থেকে রুহের পৃথক হওয়ার নাম। এই পৃথক হওয়াতে অনেক সময় খুব কষ্ট হয়। সুতরাং বিবেকের দাবি হলো মৃত্যুকে অধিক হারে স্মরণ করা এবং দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় মৃত্যু ও তার পরবর্তী সময়ের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া।

لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۫ وَ
لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا
اَذًى كَثِيْرًا ؕ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا
فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿۱۸۶﴾

১৮৬. নিঃসন্দেহে, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের প্রাণ সম্পর্কে তোমাদের অবশ্যই পরীক্ষা করা হবে। আর তোমরা অবশ্যই ওই সব লোকদের কাছ থেকে- যাদেরকে তোমাদের পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিলো এবং মুশরিকদের কাছ থেকে বহু কষ্টদায়ক কথা শুনবে। আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং খোদাভীরু হও, তবে তা সাহসের ব্যাপার।

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا
الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا
تَكْتُمُوْنَهٗ ۫ فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ
وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ فَبِئْسَ
مَا يَشْتَرُوْنَ ﴿۱۸۷﴾

১৮৭. আর স্মরণ করো, যখন আল্লাহ ওই সব লোকদের কাছে প্রতিশ্রুতি নিলেন যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিলো যে, তোমরা অবশ্যই এই কিতাবকে মানুষের নিকট বর্ণনা করবে এবং তা গোপন করবে না, তখন তারা সে প্রতিশ্রুতিকে নিজেদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করলো আর এর বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করলো।[১] সুতরাং, তা কতই না মন্দ বেচা-কেনা।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ
اَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ
يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ

১৮৮. তোমরা কখনো ধারণা করো না ওই সব লোকদের ব্যাপারে, যারা নিজেদের কাজের ব্যাপারে আনন্দিত হয় এবং তারা কামনা করে যে, তাদের এমন কাজের জন্য প্রশংসা করা হোক যা তারা করেইনি। তাদেরকে কখনো শাস্তি থেকে দূরে মনে

টীকা:

১ আল্লাহ পাক তাওরাত ও ইঞ্জিলে আলেমদের উপর আবশ্যক করেছিলেন যে, ওই দুটি কিতাবের মধ্যে সারওয়ারে কায়েনাত صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র নবুওয়াতের প্রমাণ বহনকারী দলিলসমূহ মানুষকে যেন ভালো করে বোঝায়, কখনো যেন গোপন না করে কিন্তু তারা ঘুষ নিয়ে তাওরাত ও ইঞ্জিলে উল্লেখিত হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র গুণাবলীসমূহ গোপন করলো ।

الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٨٨﴾

করো না, তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।[১]

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ
وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٨٩﴾ ع

১৮৯. আর আল্লাহর জন্যই আসমানসমূহ ও জমিনের বাদশাহী। আর আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে ক্ষমতাবান।

ع ٩ ١٠

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ
اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى
الْاَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ ۚ

১৯০. নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পারস্পরিক পরিবর্তনে বিবেকবান লোকদের জন্য নিদর্শনাদি রয়েছে।[২]

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا
وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا

১৯১. যারা দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা করে।[৩] হে আমাদের রব, এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করোনি। তুমি পবিত্র, সুতরাং,

টীকা:

১ এই আয়াত নাজায়েয আত্ম-অহঙ্কারী আর মিথ্যা সম্মান, প্রশংসা, প্রসিদ্ধি অর্জনের জন্য শরীয়ত পরিপন্থী আকাঙ্ক্ষা পোষণকারী লোকদের জন্য সতর্কবার্তা। যখন কোনো মানুষের অন্তরে এই আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় যে, মানুষ তার ভক্ত হোক, প্রশংসা করুক, সম্মান দিক, দেশ ও জাতির কোনো সেবা না করা সত্ত্বেও তাকে জাতির স্থপতি, ত্রাণকর্তা, জাতির জন্য অনুগ্রহকারী মনে করুক এবং ভালো উপাধি সহকারে প্রশংসা করুক । এমন লোকের উচিৎ হচ্ছে, নিজের অন্তরে গভীরভাবে চিন্তা করা যে, সে খ্যাতির মোহের শিকার হচ্ছে না তো? যদি তাই হয় তাহলে তার উচিৎ এই আয়াত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে অতি দ্রুত নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা।

২ এতে বোঝা গেলো ভূগোল এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা সাওয়াবের কাজ যখন তাতে ভালো নিয়ত শামিল থাকে। যেমন- ইসলাম ও মুসলমানদের সেবা , আল্লাহ পাকের মহত্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ইত্যাদি; কিন্তু শর্ত হলো তা যেন ইসলামী আকিদার বিপরীত না হয়।

৩ যেভাবে কারো সম্মান,শক্তি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা আর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তার কর্ম ও সৃষ্টির মাধ্যমে, তদ্রুপ আল্লাহ পাকের মহত্ব, কুদরত, হিকমত, তার একত্ব আর তার ইলমের পরিচয় জানার একটি অনেক বড় মাধ্যম হচ্ছে তার সৃষ্টিকে অবলোকন করা। তার সৃষ্টিতে বিদ্যমান প্রতিটি বস্তুই তার সৃষ্টিকর্তার একত্বের প্রমাণ বহন করে, তার মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে।

خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করো।

رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾

১৯২. হে আমাদের রব, নিশ্চয়ই তুমি যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করলে তাকে অবশ্যই লাঞ্ছিত করলে। আর জালেমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۗ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾ ۚ

১৯৩. হে আমাদের রব, নিশ্চয়ই আমরা একজন আহবানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে শুনেছি যে, তোমাদের রবের উপর ঈমান আনো,[১] তাই আমরা ঈমান আনলাম। সুতরাং, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের অপরাধসমূহ মুছে দাও, আর নেককারদের সাথে আমাদের মৃত্যু দান করো।

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿١٩٤﴾

১৯৪. হে আমাদের রব, আমাদের সেসব কিছু দান করো যা তুমি তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছো আর কিয়ামতের দিন আমাদের লাঞ্ছিত করো না। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না।

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ

১৯৫. অতঃপর তাদের রব তাদের দোয়া কবুল করলেন যে, আমি তোমাদের কোনো আমলকারীর আমল বিনষ্ট করবো না, সে পুরুষ হোক কিংবা নারী। তোমরা পরস্পর

টীকা:

১ এই আহ্বানকারী দ্বারা নূর নবী, রাসূলে আরবী হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বোঝানো হয়েছে যার শানে "دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ" বর্ণিত হয়েছে অথবা এর দ্বারা কুরআনে করীমকে বোঝানো হয়েছে।

أُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِيْنَ
هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ
اُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا
لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ
جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ
ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ
حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

একই। তারপর যারা হিজরত করেছে, নিজেদের ঘর থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, আমার পথে যাদের কষ্ট দেওয়া হয়েছে, যারা জিহাদ করেছে ও নিহত হয়েছে- সুতরাং, অবশ্যই আমি তাদের সমস্ত গুনাহ মুছে দেবো আর অবশ্যই তাদের এমন বাগানসমূহে প্রবেশ করাবো যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। (এটিই) আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম সাওয়াব।

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي
الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾

১৯৬. হে শ্রোতা, কাফেরদের শহরে চলা ফেরা করা যেন তোমাদের ধোঁকায় না ফেলে।[১]

مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۖ ثُمَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَ
بِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾

১৯৭. এ হলো (জীবনধারণের) জন্য সামান্য উপকরণ মাত্র। তারপর তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর তা কতইনা নিকৃষ্ট স্থান।

টীকা:

১ মুসলমানদের একটি দল বললো যে, আল্লাহর শত্রু কাফের ও মুশরিকরা আরাম আয়েশে আছে আর আমরা অভাবগ্রস্ত - তখন এই আয়াত নাযিল হয়। তাদেরকে বলা হয় যে, কাফেরদের এই আরাম আয়েশ পার্থিব জীবনের সামান্য উপকরণ মাত্র আর তাদের পরিণতি খুব ভয়াবহ হবে। এ বিষয়টি এভাবে অনুধাবন করা যায় যে, কাউকে বলা হলো যে, তুমি ১০ মিনিট রোদে দাঁড়িয়ে থাকো, তারপর তাকে সবসময়ের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাড়ি দেওয়া হলো আর অপর ব্যক্তিকে ১০ মিনিট ছায়াযুক্ত গাছের নিচে বসিয়ে পরে চিরদিনের জন্য তাকে উত্তপ্ত মরুভূমিতে রাখা হলো। সুতরাং, উভয়ের মধ্যে অধিক লাভবান কে? নিশ্চয়ই প্রথম ব্যক্তি। মুসলমানদের অবস্থা প্রথম ব্যক্তি থেকেও অধিক উত্তম আর কাফেরদের অবস্থা দ্বিতীয় ব্যক্তির চেয়েও অধিক খারাপ।

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾

১৯৮. কিন্তু ওই সব লোক যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। তারা সর্বদা সেখানে অবস্থান করবে (এটি) আল্লাহর পক্ষ থেকে মেহমানদারির উপকরণস্বরূপ। আর যা আল্লাহর নিকট রয়েছে তা সৎকর্মশীলদের জন্য উত্তম বস্তু।

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

১৯৯. আর নিঃসন্দেহে কিছু আহলে কিতাব এমন রয়েছে যারা আল্লাহর উপর ও যা কিছু তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা কিছু তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে - তার উপর এই অবস্থায় ঈমান আনে যে, তাদের হৃদয় আল্লাহর দরবারে অবনত থাকে। তারা আল্লাহর আয়াতসমূহের বিনিময়ে হীনমুল্য গ্রহণ করে না, এরাই হলো ওই সব লোক যাদের প্রতিদান তাদের রবের নিকট রয়েছে। আর আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا

২০০. হে ঈমানদারগণ, ধৈর্যধারণ করো।[১] এবং ধৈর্যধারণে শত্রুদের চেয়ে অগ্রগামী

টীকা:

১ ধৈর্যের অর্থ হলো নফসকে এমন বিষয় থেকে দূরে রাখা যা শরীয়ত ও বিবেকের দাবির বিপরীত। মুসাবিরাহ আরবি শব্দের একটি অর্থ হলো অন্যের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করা। ধৈর্যের আওতায় এর সকল প্রকার অন্তর্ভুক্ত, যেমন- মৌলিক আকিদার শিক্ষা অর্জনে যে কষ্ট হয় তাতে ধৈর্যধারণ করা, মুস্তাহাব ও ওয়াজিব আদায় আর নিষিদ্ধ বস্তু থেকে বিরত থাকতে যে কষ্ট হয় তাতে ধৈর্যধারণ করা এবং দুনিয়ার বিপদ আপদে ধৈর্যধারণ করা। অন্যদিকে মুসাবিরাহ বলতে পরিবার, প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজনদের বিরূপ আচরণ সহ্য করা , অসদাচরণকারীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ না নেওয়া এর অর্ন্তভুক্ত । অনুরূপ নেকীর হুকুম দেওয়া, মন্দ কাজে নিষেধ করা, আর কাফেরদের সাথে জিহাদ করাও মুসাবিরাহ 'র আওতায় পড়ে।

وَرَابِطُوْا ۟ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٢٠٠﴾ ع	হও আর ইসলামী সীমান্ত পাহারা দাও। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, এ আশায় যেন তোমরা সফলকাম হও।
٤ سُوْرَةُ النِّسَآءِ مَدَنِيَّةٌ ٩٢ اٰياتها ١٧٦ ركوعاتها ٢٤	**সূরা: নিসা, মাদানী** **আয়াত: ১৭৬, রুকু: ২৪**
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	আল্লাহর নামে শুরু যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿١﴾	১. হে লোকেরা, তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদের একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার মধ্য থেকেই তার জোড়াকে সৃষ্টি করেছেন আর তাদের দু'জন থেকে অধিকহারে পুরুষ ও নারী বিস্তার করেছেন । আর আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে চাও এবং সম্পর্ক (ছিন্ন করা থেকে বেঁচে থাকো)। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের তত্বাবধানকারী।[১]
وَاٰتُوا الْيَتٰمٰۤى اَمْوَالَهُمْ وَلَا	২. আর এতিমদেরকে তাদের সম্পদ প্রদান করো এবং পবিত্র সম্পদের বিনিময়ে

টীকা:

১ এই আয়াতে সকল আদম সন্তানকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে- সবাইকে তাকওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে আর বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক সকল মানুষকে একটি প্রাণ অর্থাৎ হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام হতে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তার থেকে তার সঙ্গী অর্থাৎ হযরত হাওয়া رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا কে সৃষ্টি করেছেন। এই দুজন থেকেই পৃথিবীতে বংশানুক্রমে পুরুষ ও নারী সৃষ্টির ধারা শুরু হয়। যেহেতু মানবজাতির বংশ বিস্তারের সাথে পারস্পরিক জুলুম, অধিকার ক্ষুণ্ন করারও ধারা শুরু হলো সুতরাং তাদেরকে খোদাভীতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা জুলুম থেকে বাঁচার চেষ্টা করে। যেহেতু জুলুমের আরেকটি প্রকার হলো আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, সুতরাং এ থেকে বাঁচার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

অপবিত্র সম্পদ গ্রহণ করো না। আর তাদের সম্পদ নিজেদের সম্পদের সাথে মিশ্রিত করে গ্রাস করো না।[১] নিশ্চয়ই তা বড় গুনাহ।

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

৩. আর যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে, এতিম নারীদের মাঝে ইনসাফ করতে পারবে না, তবে সে নারীদের বিয়ে করো যাদের তোমরা পছন্দ করো দুইটি, তিনটি, কিংবা চারটি।[২] আর যদি আশঙ্কা করো যে, তোমরা ইনসাফ করতে পারবে না, তবে একজন(কে বিয়ে করো) অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদের (নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো)। এটি অধিকতর নিকটবর্তী যে, তোমাদের দ্বারা অন্যায় হবে না।[৩]

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ

৪. আর নারীদের সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মোহরানা প্রদান করো । অতএব তারা যদি

টীকা:

১ অর্থাৎ যখন এতিম নিজের সম্পদ চাইবে তখন শরয়ী শর্ত পূরণ করে তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দাও আর নিজের হালাল সম্পদের বিনিময়ে এতিমদের সম্পদ নিও না, যা তোমাদের জন্য হারাম। এর একটি উদাহরণ হলো নিজের খারাপ সম্পদ এতিমকে দিয়ে তার ভালো সম্পদ নেওয়া। তোমাদের খারাপ সম্পদ তোমাদের জন্য উত্তম, কেননা তা তোমাদের জন্য হালাল আর এতিমদের ভালো সম্পদ তোমাদের জন্য খারাপ কেননা তা হারাম।

২ অতীতে মদীনার অধিবাসীরা তাদের অধীনস্থ এতিম মেয়েদেরকে তাদের সম্পদের কারণে বিয়ে করতো, কিন্তু পরে তাদের হক আদায় করতো না আর অসদাচারণ করতো। তাদের উত্তরাধিকারের সম্পত্তি পাওয়ার জন্য তাদের মৃত্যুর অপেক্ষা করতো। এখানে তাদেরকে এ ধরণের কর্মকাণ্ড থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

৩ আয়াতে চারটি পর্যন্ত বিয়ে করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা তখনই করা যাবে যখন স্বামী তার স্ত্রীদের মাঝে ন্যায় সঙ্গত আচরণ করতে পারে। স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফ করা ফরয। এখানে নতুন, পুরাতন, কুমারী বা তালাকপ্রাপ্ত বা বিধবা সবাই সমান। এই ইনসাফ- পোশাক, খাবার,পানীয়, বাসস্থান এবং রাত যাপনের ক্ষেত্রে আবশ্যক। এই বিষয়গুলোতে যেন সবার সাথে একই রকম আচরণ করা হয়।

طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا ﴿٤﴾

সন্তুষ্টচিত্তে মোহরানা হতে তোমাদের কিছু প্রদান করে তবে তা পবিত্র ও ভালো (মনে করে) খাও।[১]

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِى جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

৫. আর তাদের সে সম্পদ নির্বোধদের দিও না যা আল্লাহ তোমাদের জীবনধারণের অবলম্বন বানিয়েছেন আর সে সম্পদ হতে তাদের খাওয়াও, পরিধান করাও এবং তাদের সাথে ভালো কথা বলো।

وَابْتَلُوا الْيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوٓا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

৬. আর এতিমদের বোধশক্তির পরীক্ষা করতে থাকো এই পর্যন্ত যে, যখন তারা বিয়ের উপযুক্ত হয়, এরপর যদি তাদের মধ্যে বোধশক্তি সঠিক দেখো, তবে তাদের সম্পদ তাদের প্রদান করো। এতিমের মাল অযথা খরচ করে এবং (এই ভয়ে) তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না যে, তারা বড় হয়ে যাবে। আর যার প্রয়োজন নেই সে যেন বিরত থাকে। আর যে অভাবগ্রস্ত সে সঙ্গত পরিমাণে খেতে পারে। আর যখন তোমরা তাদের সম্পদ তাদের অর্পণ করো তবে তাদের জন্য সাক্ষী রাখো। আর আল্লাহই

টীকা:

১ এই আয়াতে আল্লাহ পাক স্বামীদের হুকুম দিয়েছেন যে, তারা তাদের স্ত্রীর মোহরানা যেন খুশি মনে আদায় করে। তারপর তাদের স্ত্রী যদি আনন্দচিত্তে মোহরানা থেকে কিছু উপহারস্বরূপ দেয় তাহলে তারা তা পবিত্র মনে করে খেতে পারে আর এতে পার্থিব এবং পরকালীন কোনো ক্ষতি নেই।

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

হিসাব নেওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট।[১]

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

৭. পুরুষদের জন্য ওই (সম্পদে উত্তরাধিকারের) অংশ আছে যা তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছে। আর নারীদের জন্য তাতে অংশ আছে যা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছে। রেখে যাওয়া সম্পদ অল্প হোক কিংবা বেশি। আল্লাহ (এই) নির্ধারিত অংশ (তৈরি করেছেন)।[২]

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ

৮. আর (সম্পদ) বন্টনের সময় যখন আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও মিসকীন উপস্থিত হয় তখন সে সম্পদ থেকে তাদেরকেও কিছু প্রদান করো[৩] এবং তাদের সাথে ভালো

টীকা:

১ এখানে বিশেষ করে অভিভাবকদেরকে কিছু সদুপদেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং বলা হচ্ছে যে, এতিমদের সম্পদ অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করো না, এই ভয়ে তাদের সম্পদ তাড়াতাড়ি খেয়ে শেষ করো না যে, তারা বড় হয়ে গেলে তাদেরকে সম্পদ ফিরিয়ে দিতে হবে, তাই বলে যত বেশি পারা যায় তাদের সম্পদ খেয়ে ফেলি- এমন করো না, কেননা তা হারাম। আরো উপদেশমূলক বাণী হলো - যদি এতিমের অভিভাবক নিজেই সম্পদশালী হয় অর্থাৎ তার এতিমের সম্পদ ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই, তাহলে সে এতিমের সম্পদ ব্যবহার করা থেকে যেন বিরত থাকে। তবে কেউ অভাবগ্রস্ত হলে প্রয়োজন অনুযায়ী খেতে পারে অর্থাৎ সামান্য যতটুকু প্রয়োজন হয়, এতে এই চেষ্টা করা উচিৎ যেন পরিমাণ সর্বনিম্ন হয়।

২ এখানে জাহেলী যুগে নারী ও শিশুদের উত্তরাধিকারের সম্পত্তি থেকে অংশ না দেওয়ার প্রথাকে বাতিল করা হয়েছে। এতে বোঝা গেলো যে, পুত্রকে উত্তরাধিকারের সম্পত্তি দেওয়া আর কন্যাকে বঞ্চিত করা স্পষ্ট জুলুম ও কুরআন বিরোধী কাজ। উভয়েই উত্তরাধিকারের সম্পত্তির হকদার। আরো বোঝা গেলো যে, ইসলামে নারীর অধিকারের অধিক গুরুত্ব রয়েছে।

৩ যারা উত্তরাধিকারী নয় তাদেরকে সম্পদ থেকে কিছু প্রদান করা মুস্তাহাব। এতে এভাবেও আমল করা যেতে পারে যে, দাদা তার এতিম নাতির জন্য ওসিয়ত করা অথবা উত্তরাধিকারীরা নিজ অংশ থেকে তাকে কিছু প্রদান করা। এই বিধানের উপর আমল করতে মুসলমানরা উদাসীনতা প্রদর্শন করে। তবে স্মরণ রাখবেন, অপ্রাপ্তবয়স্ক আর অনুপস্থিত উত্তরাধিকারীদের অংশ থেকে দেওয়ার অনুমতি নেই।

وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝٨	কথা বলো।
وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۠ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝٩	৯. আর ওই সব লোক যেন ভয় করে- যদি তারা নিজেদের পশ্চাতে দুর্বল অক্ষম সন্তান রেখে যায় তবে তারা কীরূপ আশঙ্কার শিকার হতো। সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সঠিক কথা বলে।
اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ؕ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ۝١٠ ع	১০. নিঃসন্দেহে ওই সব লোক যারা অন্যায়ভাবে এতিমদের সম্পদ খায়, তারা অবশ্যই নিজেদের পেটে আগুন ভর্তি করে এবং অতি সত্তর তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে।[১]
يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ ۗ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ؕ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ	১১. আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন,[২] এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার সমান। অতঃপর যদি শুধু কন্যা হয়, তা যদি দুয়ের অধিক হয় তবে তাদের জন্যে রেখে যাওয়া সম্পদের তিন ভাগের দুই ভাগ, আর যদি শুধু একজন হয়, তবে তার জন্যে অর্ধেক। যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে তবে মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য হচ্ছে রেখে যাওয়া

ع ١٠ ١٢

টীকা:

১ এতিমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে খাওয়া কঠোরভাবে হারাম। স্মরণ রাখবেন, এতিমদের সম্পদ জেনে বুঝে অসৎ নিয়তে খাওয়া স্পষ্ট গুনাহ বটে কিন্তু কখনো কখনো না বুঝেও এমন হতে পারে, যেমন- মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কেউ যদি এতিম থাকে। কাজেই তার সম্পদ থেকে অথবা তার সম্পদ সহ অন্য সম্পদের মিশ্রণে চেহলাম, ফাতিহা ইত্যাদির খাবার খাওয়া হারাম, যেহেতু এতে এতিমদের হক রয়েছে।

২ এই আয়াত দ্বারা উত্তরাধিকারের সম্পত্তির বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে। এ বিধান অনেক বিস্তারিত। তা যতক্ষণ পর্যন্ত কারো কাছে বসে যথারীতি অনুশীলনসমেত শেখা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বোঝা কঠিন। সুতরাং তা বোঝার জন্য ইলমে মীরাসে পারদর্শী আলিমের শরণাপন্ন হোন ।

مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ
لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّ
وَرِثَهٗۤ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ
كَانَ لَهٗۤ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ؕ
اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ
اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ
اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۱۱﴾

সম্পদের ছয় ভাগের এক ভাগ। যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকে এবং কেবল পিতা-মাতাকে রেখে যায়, তবে মাতার জন্য হচ্ছে তিন ভাগের এক ভাগ। অতঃপর যদি (মৃত ব্যক্তির) একাধিক ভাইবোন থাকে, তবে তার মাতার জন্য হচ্ছে ছয় ভাগের এক ভাগ, (এসব বিধান) ওই ওসিয়ত (পূরণ করার) পরে হবে, যা ওই (মৃত ব্যক্তি) করে গেছে, এবং ঋণ (পরিশোধ করার) পরে (হবে)। তোমাদের পিতা ও তোমাদের পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের অধিক উপকার দেবে, তোমরা তা জানো না। এটি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয়ই আল্লাহ জ্ঞানবান ও প্রজ্ঞাময়।

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ
لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ؕ وَ
لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ
يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ؕ وَاِنْ
كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّ

১২. আর তোমাদের স্ত্রীরা যে (সম্পদ) রেখে যায় যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে, তবে তা হতে তোমাদের জন্য অর্ধেক অংশ রয়েছে, অতঃপর যদি তাদের সন্তান থাকে তবে তাদের রেখে যাওয়া সম্পদ হতে তোমাদের জন্য চার ভাগের এক ভাগ রয়েছে। (এই অংশগুলো) ওই ওসিয়তের পরে (হবে) যা তারা করে গেছে এবং ঋণ পরিশোধের পর (হবে)। আর যদি তোমাদের সন্তান না থাকে তবে তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পদ হতে তোমাদের স্ত্রীদের জন্য চার ভাগের এক ভাগ রয়েছে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্য তোমাদের সম্পদ হতে আট ভাগের এক ভাগ রয়েছে। এই (অংশগুলো) ওই ওসিয়তের পরে (হবে) যে ওসিয়ত তোমরা করো এবং ঋণ পরিশোধের পর। আর যদি

لَهٗۤ اَخٌ اَوۡ اُخۡتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنۡهُمَا
السُّدُسُ ۚ فَاِنۡ كَانُوۡۤا اَكۡثَرَ مِنۡ
ذٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ مِنۡۢ
بَعۡدِ وَصِيَّةٍ يُّوۡصٰى بِهَاۤ اَوۡ دَيۡنٍ ۙ غَيۡرَ
مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ
عَلِيۡمٌ حَلِيۡمٌ ﴿۱۲﴾

এমন পুরুষ বা নারীর রেখে যাওয়া সম্পদ বন্টন করা হয় যে পিতা-মাতা, সন্তান (হতে) কাউকে রেখে যায়নি, (শুধু) মায়ের দিক থেকে এক ভাই কিংবা এক বোন রয়েছে, তবে তাদের প্রত্যেকের জন্য ছয়-ভাগের এক ভাগ রয়েছে। আর যদি ওই (মায়ের দিক থেকে) ভাই বোন একের অধিক হয় তবে সবাই এক তৃতীয়াংশের অংশীদার হবে, (এই দুটি অবস্থাও) মৃত ব্যক্তির ওই ওসিয়ত ও ঋণ (পরিশোধের) পর প্রযোজ্য হবে যে (ওসিয়তে) সে (উত্তরাধিকারীদের) কোনো ক্ষতি করেনি।[১] এ বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

تِلۡكَ حُدُوۡدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنۡ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ
رَسُوۡلَهٗ يُدۡخِلۡهُ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ
تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا ؕ وَذٰلِكَ
الۡفَوۡزُ الۡعَظِيۡمُ ﴿۱۳﴾

১৩. এ হলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা।[২] যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশের আনুগত্য করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে সে চিরকাল থাকবে।[৩] এই হলো মহা সাফল্য।

টীকা:

১ মৃত ব্যক্তির করা ওসিয়ত তার সম্পত্তির এক- তৃতীয়াংশ থেকে পূরণ করা হবে। এর চেয়ে অধিক ওসিয়ত উত্তরাধিকারীদের অনুমতির উপর নির্ভর করে, তারা চাইলে নিজ অংশ থেকে দিতে পারবে।

২ উত্তরাধিকারের সম্পত্তির বিধানকে আল্লাহ পাক নিজের নির্ধারিত সীমা বলে আখ্যা দিয়েছেন আর তা লঙ্ঘন করা হলো আল্লাহ নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা। এতে ওই সমস্ত মুসলমানদের শিক্ষা নেওয়া উচিৎ যারা কন্যা অথবা অন্য উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে। হাদিসে বর্ণিত আছে যে নিজের উত্তরাধিকারীকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবে আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন জান্নাতে তার অংশ থেকে তাকে বঞ্চিত করবেন।

৩ যেকোনো শরয়ী সীমালঙ্ঘন করা হারাম, কিন্তু একেবারে সব সীমালঙ্ঘনকারী হচ্ছে কাফের, অর্থাৎ যে ঈমানের সীমালঙ্ঘন করে- এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। কেননা এখানে নাফরমানের জন্য সর্বদা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সতর্কবার্তা রয়েছে। আর জাহান্নামে কাফেরই সর্বদা থাকবে, মুসলমান নয়।

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۪ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٤﴾ ع

১৪. আর যে আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্যতা করে এবং তার (সমস্ত) সীমালঙ্ঘন করে, তবে আল্লাহ তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। যাতে তারা চিরকাল থাকবে। আর তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

ع ٢ ١٣

وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰىهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ﴿١٥﴾

১৫. আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চার জন পুরুষকে সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করো। অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে ওই নারীদের ঘরে আবদ্ধ রাখো, এ পর্যন্ত যে মৃত্যু তাদের (জীবন)কে শেষ করে দেয়[১] অথবা আল্লাহ তাদের জন্য কোনো উপায় করে দেন।

وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿١٦﴾

১৬. আর তোমাদের মধ্য থেকে যে পুরুষ কিংবা নারী এমন অপকর্মে লিপ্ত হয়, তাদেরকে কষ্ট দাও।[২] অতঃপর যদি তারা তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে, তবে তাদের পিছু ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, দয়ালু।

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ

১৭. ওই তাওবা যা কবুল করা আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে আবশ্যক করেছেন তা তাদের

টীকা:

১ মৃত্যু আসা পর্যন্ত ব্যভিচারী নারীদের ঘরে আবদ্ধ রাখার হুকুম, ব্যভিচার সংক্রান্ত কষাঘাত আর প্রস্তরাঘাতের শাস্তি নির্ধারণের পূর্বের বিষয়। যখন যিনা সংক্রান্ত বিধান নাযিল হলো তখন এই হুকুম রহিত হয় । যিনা আর অপবাদের শাস্তির বর্ণনা সূরা নূর, আয়াত ২ ও ৪-এ বর্ণিত হয়েছে।

২ ব্যভিচারের শাস্তি প্রথমে কষ্ট দেওয়া নির্ধারণ করা হয়, তারপর ক্রমানুসারে ঘরে আবদ্ধ করা, কষাঘাত করা অথবা প্রস্তরাঘাত করা। অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত মোতাবেক এই আয়াতও ব্যভিচারের শাস্তি সংক্রান্ত আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٧﴾

জন্য- যারা না জেনে মন্দ কাজ করে ফেলে[১] তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাওবা করে,[২] এমন লোকদের দিকে আল্লাহ নিজ দয়া সহকারে প্রত্যাবর্তন করেন। আর আল্লাহ জ্ঞানবান, প্রজ্ঞাময়।[৩]

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٨﴾

১৮. আর ওই সব লোকদের জন্য কোনো তাওবা নেই, যারা গুনাহে লিপ্ত থাকে, এমন কি যখন তাদের কাছে মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তারা বলে আমি এখন তাওবা করলাম। আর ওই সমস্ত লোকদের জন্য (কোনো তাওবা) নেই যারা কুফরী অবস্থায় মারা যায়। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ

১৯. হে ঈমানদারগণ, তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, জোরপূর্বক তোমরা নারীদের

টীকা:

১ সত্যিকার তাওবার অর্থ হলো যে, বান্দার গুনাহকে আল্লাহর নাফরমানি মনে করে অনুতপ্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করা, ভবিষ্যতে আর ওই গুনাহের কাছে না যাওয়ার সত্য অন্তরে দৃঢ় সংকল্প করা আর যে সমস্ত গুনাহের ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া, যেমন- আদায় না করা নামায, রোযার কাযা আদায় করা অথবা অন্যায়ভাবে (যেমন- চুরি, ডাকাতি, ঘুষ ইত্যাদির মাধ্যমে) কারো দখলকৃত সম্পদ ফেরত দেওয়া আর যেখানে ক্ষমা চাওয়া সম্ভব সেখানে ক্ষমা চাওয়া।

২ এখানে কিছুক্ষণের মধ্যেই বলতে মৃত্যুর সময় উর্ধ্ব জগতের বিষয় দৃষ্টিগোচর হওয়ার পূর্বেকার সময়কে বোঝানো হয়েছে।

৩ ইসলামে তাওবার বিধান প্রবর্তন সত্যিকারার্থে ইলম ও হিকমতে পরিপূর্ণ পদক্ষেপ। যে দ্বীনে তাওবার বিধান নেই তার অনুসারীরা গুনাহ করতে আরো বেশি দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। কেননা আশাহীন হওয়ার কারণে অপরাধের ঝোঁক বেড়ে যায় আর ক্ষমার আশা তাওবার প্রেরণা যোগায়। যে ব্যক্তিকে ফাঁসির শাস্তি দেওয়া হয়েছে তাকে বন্দি করে রাখা হয় যাতে অন্য কাউকে হত্যা না করে, কেননা সে নিজের জীবনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে। আর যাকে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত শাস্তির পরে মুক্তির বার্তা শোনানো হয়, তাকে অন্য অপরাধীর সাথে বন্দি রাখা হয়, কেননা তার মধ্যে এমন আশঙ্কা থাকে না কেননা তার মুক্তি পাওয়ার আশা রয়েছে।

تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿١٩﴾

উত্তরাধিকারী হবে[১] এবং নারীদের এই নিয়তে আটকে রেখো না যে মোহরানা তোমরা তাদের প্রদান করেছো তা থেকে কিছু ফেরত নেবে, তবে তারা যদি কোনো প্রকাশ্য অশ্লীলতা করে তা ভিন্ন ব্যাপার। আর তাদের সাথে উত্তমভাবে জীবনযাপন করো। অতঃপর তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ করো, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা এমন এক বিষয় অপছন্দ করছো অথচ আল্লাহ তাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন।

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۙ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا ۭ اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٢٠﴾

২০.যদি তোমরা এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে ইচ্ছা করো এবং তাদের একজনকে প্রচুর সম্পদ প্রদান করো[২] তবে তা থেকে কিছুই ফেরত নিও না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে ও প্রকাশ্য গুনাহ করে তা গ্রহণ করবে?

وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى

২১. আর তোমরা কীভাবে সে (সম্পদ) ফেরত নিতে পারো, অথচ তোমরা (একান্তে)

টীকা:

১ ইসলামের পূর্বে আরবদের প্রথা ছিলো যে, মানুষ আত্মীয়-স্বজনদের স্ত্রীদেরকে উত্তরাধিকারের সম্পত্তির মত বণ্টন করতো। তারপর ইচ্ছা করলে মোহরানা ব্যতীত নিজের স্ত্রী হিসেবে রাখতো অথবা অন্য কাউকে বিয়ে দিতো আর তাদের মোহরানা নিজে গ্রহণ করতো। অথবা তাদেরকে অন্য কারো সাথে বিয়ে দিতো না বরং নিজের কাছেই রেখে দিতো যাতে তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ গ্রাস করতে পারে। এরপর এরা তাদেরকে মুক্তি দিতো অথবা তাদের এজন্য আটকে রাখতো যে, তারা মারা গেলে এই আটককারীরা তাদের সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে। মূলত, ওই নারীরা তাদের কাছে একেবারেই অসহায় থাকতো আর নিজের ইচ্ছায় কিছুই করতে পারতো না। এই প্রথাকে নিঃশেষ করার জন্য এই আয়াত নাযিল করা হয়েছে।

২ এই আয়াতে প্রচুর সম্পদ দেওয়ার আলোচনা করা হয়েছে। এতে প্রমাণ হলো যে, অধিক মোহরানা নির্ধারণ করা জায়েয যদিও উত্তম হলো কম মোহরানা নির্ধারণ অথবা এতটুকু কম মোহরানা নির্ধারণ করা যা আদায় করা সহজ ।

بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

একে অন্যের সাথে মিলিত হয়েছো এবং তারা তোমাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে।

وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ ع

২২. আর তোমাদের পিতৃপুরুষদের বিয়ে করা নারীদের বিয়ে করো না,[১] তবে যা গত হয়েছে (তা ক্ষমার যোগ্য)। নিঃসন্দেহে তা অশ্লীলতা, গযবের কারণ, আর তা খুবই নিকৃষ্ট পন্থা।

ع ٣ ٨ ١٣

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا

২৩. তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, তোমাদের ভাতিজি, তোমাদের ভাগনি, তোমাদের ওই মায়েরা যারা তোমাদের দুধ পান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোন,[২] তোমাদের স্ত্রীদের মাতা, তোমাদের স্ত্রীদের সেসব কন্যা যারা তোমাদের প্রতিপালনে আছে-(যারা ওই স্ত্রীদের গর্ভজাত) যে স্ত্রীদের সাথে তোমরা সহবাস করেছো। তারপর যদি ওই সব (স্ত্রীদের) সাথে সহবাস না করো তবে তাদের কন্যাকে বিয়ে করাতে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই। আর তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী[৩] এবং দুই

টীকা:

১ জাহেলী যুগের রীতি ছিলো যে, বাবার মৃত্যুর পর ছেলে তার নিজ মা ব্যতীত বাবার অন্য স্ত্রীকে বিয়ে করতো, এই আয়াতে এমন করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

২ রযাঈ আত্মীয়তা বলতে দুধের কারণে সৃষ্ট আত্মীয়তাকে বোঝায়। দুধ মা আর দুধ ভাই- বোনের সাথে বিয়ে করা হারাম বরং দুধ সম্পর্কের ভাতিজা, ভাগিনা,খালা, মামা ইত্যাদি সবার সাথে বিয়ে করা হারাম।

৩ এতে বোঝা গেলো পালক পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা জায়েয আর দুধের সম্পর্কের পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম কেননা সে ঔরসজাত পুত্রের আওতায় পড়ে আর এমন পৌত্র - প্রপৌত্রও পুত্রের আওতায় পড়ে।

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَ
حَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ
اَصْلَابِكُمْ ۙ وَ اَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ
الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّ
اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۲۳﴾

বোনকে একত্রে বিয়ে করা (হারাম) তবে অবশ্য যা অতীত হয়ে গেছে (তা ভিন্ন)। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।